বাংলাদেশ বিষয়াবলী

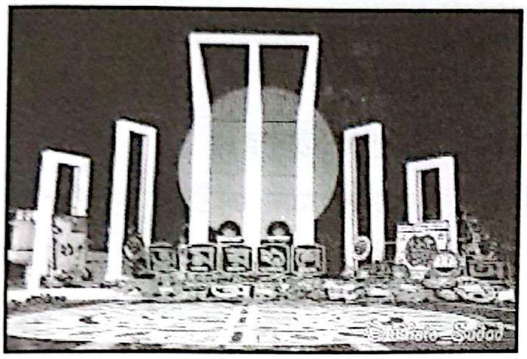

শহিদ মিনার

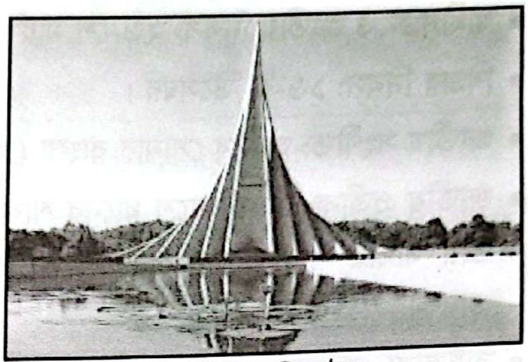

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

কার্জন হল

বাংলাদেশ পরিচিতি

- **উপনিবেশ:** ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল এবং পাকিস্তান হতে স্বাধীনতা লাভ করে।
- **সাংবিধানিক নাম:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
- **ইংরেজি নাম:** The People's Republic of Bangladesh.
- **রাজধানী:** ঢাকা।
- **বাণিজ্যিক রাজধানী:** চট্টগ্রাম।
- **স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস:** ২৬-শে মার্চ।
- **বিজয় দিবস:** ১৬-ই ডিসেম্বর।
- **জাতীয় সংগীত:** আমার সোনার বাংলা (রচয়িতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
- **জাতীয় প্রতীক:** উভয় পাশে ধানের শীষবেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা। তার মাথায় পাট গাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাতা এবং উভয় পাশে দুটি করে তারকা।
- **রাষ্ট্রভাষা:** বাংলা।
- **জাতীয়তা:** বাঙ্গালি
- **নাগরিকত্ব:** বাংলাদেশি।
- **রাষ্ট্র ধর্ম:** ইসলাম।
- **গড় বৃষ্টিপাত:** ২০৩ সেন্টিমিটার।
- **ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের সংখ্যা:** ৪টি
  - ➢ বেতবুনিয়া- ১৯৭৫
  - ➢ তালিবাবাদ- ১৯৮২
  - ➢ মহাখালী- ১৯৯৫
  - ➢ এবং সিলেট- ১৯৯৭

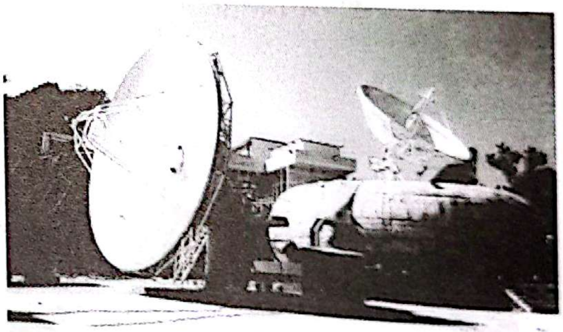

১৯৭৫ সালে রাঙামাটির বেতবুনিয়াতে প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

- **ঋতু:** ৬টি (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত)।
- **আয়তন:** ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. [তথ্যসূত্র: জাতীয় তথ্য বাতায়ন]
- **মোট সীমানা:** ৫,১৩৮ কি.মি [প্রচলিত তথ্য ৪,৭১৯ কি.মি.]
- **সীমান্তবর্তী দেশ:** ২টি (ভারত ও মিয়ানমার)।
- **ভারতের সাথে সীমান্ত:** ৪,১৫৬ কি.মি. [প্রচলিত তথ্য ৩,৭১৫ কি.মি.]।
- **মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত:** ২৭১ কি.মি. (বিজিবি) [মাধ্যমিক ভূগোল বই ২৮০ কি.মি.]।
- **স্থানীয় সময়:** গ্রিনিচ মান সময় + ৬ ঘন্টা।
- **প্রশাসনিক বিভাগ:** ৮ টি।

ঢাকার রাজধানী মর্যাদা লাভ

- **ঢাকা যে জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল-** বঙ্গ।
- **যে নদীর তীরে অবস্থিত-** বুড়িগঙ্গা।
- **ঢাকার পূর্বনাম-** জাহাঙ্গীরনগর।
- **ঢাকা মোট রাজধানী হয়-** ৫ বার (১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫, ১৯৪৭ ও ১৯৭১)।

ঢাকা এ পর্যন্ত বাংলার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে ৫ বার

প্রথমবার ১৬১০ সালে	১৬১০ সালে ইসলাম খান চিশতী বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করে নাম দেন **'জাহাঙ্গীর নগর'**।
দ্বিতীয়বার ১৬৬০ সালে	১৬৬০ সালে মীর জুমলা বাংলার সুবেদার নিয়োগ হওয়ার পর ঢাকা আবার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।
তৃতীয়বার ১৯০৫ সালে	১৯০৫ সালে বঙ্গবঙ্গের পর পূর্ব বঙ্গের রাজধানীর মর্যাদা পায় ঢাকা।
চতুর্থবার ১৯৪৭ সালে	১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির পর পাকিস্তানের পূর্বাংশের রাজধানী করা হয় ঢাকাকে।
পঞ্চমবার ১৯৭১ সালে	১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংবিধানের ৫(ক) অনুচ্ছেদে ঢাকাকে রাজধানীর মর্যাদা দেওয়া হয়। **১৯৮২ সালে ঢাকা নামের বানান Dacca থেকে Dhaka করা হয়।**

মুঘল আমলে রাজধানী ঢাকা

CamScanner

বিভাগ ভিত্তিক তথ্য

- ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলা প্রদেশে প্রথম বিভাগ গঠন করা হয়– ১৮২৯ সালে।
- বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ১৮২৯ সালে বিভাগ গঠন করা হয়েছিল– ৩টি (❖ ঢাকা ❖ রাজশাহী ❖ চট্টগ্রাম)।
- রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগের একাংশ নিয়ে ৪র্থ বিভাগ বা খুলনা বিভাগ গঠিত হয়েছিল– ১৯৬০ সালে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে এই ৪টি বিভাগই ছিল।

- বর্তমানে দেশে বিভাগ রয়েছে– ৮টি।
- ময়মনসিংহকে সর্বশেষ বা ৮ম বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়– ২০১৫ সালে।

স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের বিভাগ ছিল ৪টি। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে বরিশাল, ১৯৯৫ সালে সিলেট, ২০১০ সালে রংপুর এবং ২০১৫ সালে ময়মনসিংহ বিভাগ গঠন করা হয়।

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

- বিভাগের প্রশাসনিক প্রধানকে বলা হয়- কমিশনার
- বাংলাদেশের প্রথম বিভাগ- ঢাকা
- আয়তনে বৃহত্তম বিভাগ- চট্টগ্রাম
- আয়তনে ক্ষুদ্রতম বিভাগ- ময়মনসিংহ
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ- ঢাকা
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম বিভাগ- বরিশাল
- জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি- ঢাকা বিভাগে
- জনসংখ্যার ঘনত্ব কম- বরিশাল বিভাগে
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি- ঢাকা বিভাগে
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম- বরিশাল বিভাগে
- স্বাক্ষরতার হার বেশি- ঢাকা বিভাগে
- স্বাক্ষরতার হার কম- ময়মনসিংহ বিভাগে
- জেলার সংখ্যা বেশি- ঢাকা বিভাগে (১৩ টি)
- জেলার সংখ্যা কম- সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে (৪ টি)

[তথ্যসূত্র: সর্বশেষ ৬ষ্ঠ জনশুমারি]

১৯০৪ সালে তোলা ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ছবি

কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ভ্রমণকালে হিন্দু দেবী দুর্গার বিগ্রহ খুঁজে পান এবং ঐ এলাকায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু দেবীর বিগ্রহ 'ঢাকা' বা গুপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তাই তিনি মন্দিরটির নাম রাখেন ঢাকেশ্বরী মন্দির। অনেকের ধারণা ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকেই ঢাকার নামকরণ করা হয়।

CamScanner

জেলা ভিত্তিক তথ্য

- বাংলাদেশ এবং ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর শাসনের সুবিধার্থে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক একক হিসেবে মহকুমা গঠন করে– ১৮৪২ সালে।
- প্রথম কয়েকটি থানার সমন্বয়ে মহকুমা গঠিত হয়– কয়েকটি থানার সমন্বয়ে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে ছিল–
  - ৪টি বিভাগ
  - ১৯টি জেলা এবং
  - ৪৪ টি মহকুমা।
- প্রশাসনিক সংস্কারের আওতায় উপজেলা প্রথা প্রবর্তন করা হয়– ১৯৮৪ সালে।

৪৬০টি থানাকে উপজেলা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয় এবং মহকুমা প্রথা বিলুপ্ত করে যে সকল মহকুমা ছিল তাদেরকে জেলায় রূপান্তরিত করা হয় এই সংস্কারের আওতায়।

- ১৬৬৬ সালে তৎকালীন বঙ্গদেশে গঠিত প্রথম জেলা– চট্টগ্রাম।

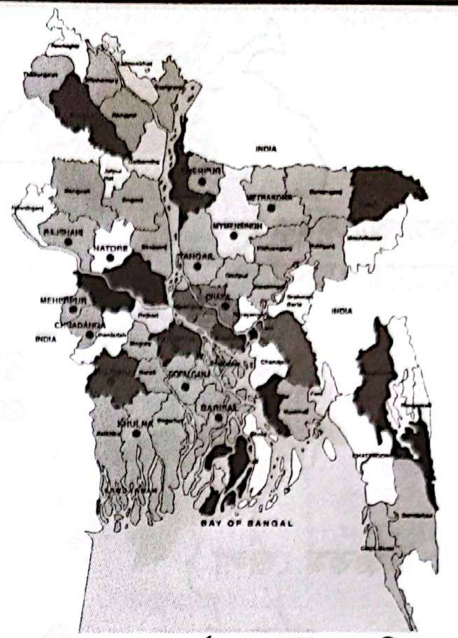

বাংলাদেশে বর্তমান জেলা ৬৪টি।
মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে জেলা ছিল ১৯টি।

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

- বাংলাদেশের মোট জেলা- ৬৪টি।
- আয়তনে বৃহত্তম জেলা- রাঙামাটি।
- আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা- নারায়ণগঞ্জ।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা- ঢাকা।
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম জেলা- বান্দরবান।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি- ঢাকায়।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব কম- রাঙ্গামাটি।
- স্বাক্ষরতার হার বেশি- পিরোজপুর।
- স্বাক্ষরতার হার কম- জামালপুর।

(তথ্যসূত্র: সর্বশেষ ৬ষ্ঠ জনশুমারি)

উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশন ভিত্তিক তথ্য

- আয়তনে বৃহত্তম- শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম- সাভার (ঢাকা)।
- আয়তনে ক্ষুদ্রতম- শায়েস্তাগঞ্জ (হবিগঞ্জ)।
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম- জুরাছড়ি (রাঙ্গামাটি)।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম সিটি কর্পোরেশন- ঢাকা উত্তর।
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম সিটি কর্পোরেশন- বরিশাল।

আয়তনে বৃহত্তম উপজেলা শ্যামনগর সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত।

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশের জেলা

সংখ্যাভিত্তিক জেলা আলোচনা

বিভাগ	জেলা	বড় জেলা	ছোট জেলা
ঢাকা	১৩	টাঙ্গাইল	নারায়ণগঞ্জ
চট্টগ্রাম	১১	রাঙামাটি	ফেনী
খুলনা	১০	খুলনা	মেহেরপুর
রাজশাহী	৮	নওগাঁ	জয়পুরহাট
রংপুর	৮	দিনাজপুর	লালমনিরহাট
বরিশাল	৬	ভোলা	ঝালকাঠি
সিলেট	৪	সুনামগঞ্জ	হবিগঞ্জ
ময়মনসিংহ	৪	ময়মনসিংহ	শেরপুর

বাংলাদেশের দিকভিত্তিক অবস্থান

- সর্ব উত্তরের জেলা- পঞ্চগড়
- সর্ব উত্তরের থানা- তেতুলিয়া
- সর্ব উত্তরের জায়গা- জায়গীরজোত
- সর্ব দক্ষিণের জেলা- কক্সবাজার
- সর্ব দক্ষিণের থানা- টেকনাফ
- সর্ব দক্ষিণের জায়গা- ছেঁড়াদ্বীপ
- সর্ব পূর্বের জেলা- বান্দরবান
- সর্ব পূর্বের থানা- থানচি
- সর্ব পূর্বের জায়গা- আখানইঠং
- সর্ব পশ্চিমের জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- সর্ব পশ্চিমের থানা- শিবগঞ্জ
- সর্ব পশ্চিমের জায়গা- মনাকশা

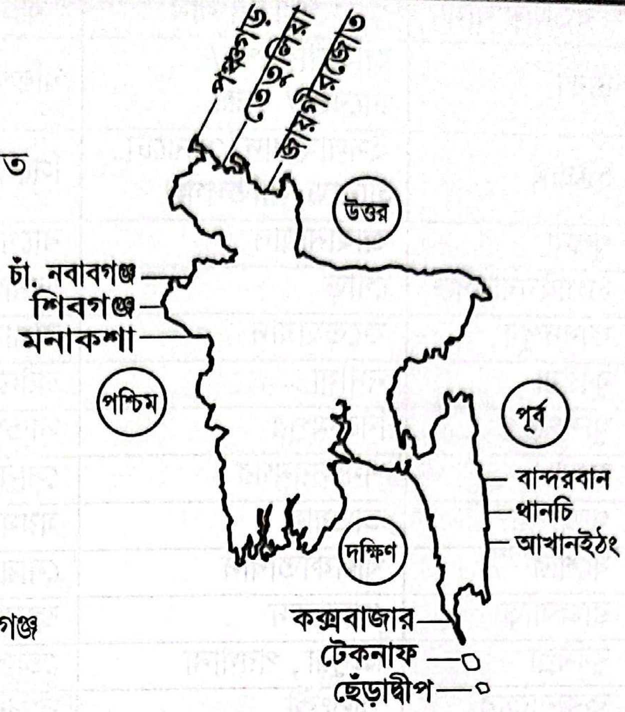

বাংলাদেশের বিভিন্ন দিকের জেলা, থানা ও জায়গা

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান

জেলা	সীমান্তবর্তী স্থান
সিলেট	তামাবিল, জৈন্তাপুর, পাদুয়া, গোয়াইনঘাট, জকিগঞ্জ
মৌলভীবাজার	বড়লেখা, ডোমাবাড়ি
শেরপুর	নালিতাবাড়ি
কুড়িগ্রাম	রৌমারী, বড়াইবাড়ি, ইতালামারী, ভুরুঙ্গামারী
লালমনিরহাট	বুড়িমারী, হাতীবান্ধা, পাটগ্রাম, দহগ্রাম,
নীলফামারী	চিলাহাটী
দিনাজপুর	বিরল, হিলি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সোনা মসজিদ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর, ভোলাহাট
রাজশাহী	গোদাগাড়ি, চারগ্রাম
মেহেরপুর	গাংনী, মুজিবনগর
যশোর	বেনাপোল, শার্শা, ঝিকরগাছা
সাতক্ষীরা	কলারোয়া, কৈখালী, দেবহাটা
কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম, বিবির বাজার, বুড়িচং
ফেনী	মুহুরীগঞ্জ, বিলোনিয়া, ফুলগাজী
খাগড়াছড়ি	পানছড়ি
কক্সবাজার	উখিয়া

বিভিন্ন শহরের বর্তমান নাম ও পুরাতন নাম

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম	বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর/ ঢাবেক্কা/ ঢাক্কা	বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/ বাকলা/ ইসমাইলপুর/বাখরগঞ্জ
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ/পোরটো গ্রানডে/সাতিলগঞ্জ	সিলেট	জালালাবাদ/শ্রীহট্ট
খুলনা	জাহানাবাদ	বাগেরহাট	খলিফাত-ই-আবাদ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গৌড়	দিনাজপুর	গন্ডোয়ানাল্যান্ড
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ	রাঙামাটি	হরিকেল
কুষ্টিয়া	নদীয়া	শরীয়তপুর	ইন্দ্রাকপুর পরগানা
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর	সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
ফেনী	শমসেরনগর	সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
গাজীপুর	ভাওয়াল	ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
যশোর	খলিফাতাবাদ	নোয়াখালী	শুধারাম, ভুলুয়া
রাজবাড়ি	গোয়ালন্দ	জামালপুর	সিংহজানী
কুমিল্লা	ত্রিপুরা, পরগানা	ভোলা	দক্ষিণ শাহবাজপুর
কক্সবাজার	পালংকী	রাজশাহী	রামপুর বোয়ালিয়া
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ	খাগড়াছড়ি	তারক

অন্যান্য বর্তমান ও পুরাতন নাম...

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চল	সমতট
হরিপুর	হরিকেল
নিঝুম দ্বীপ	বাউলার চর
দক্ষিণ তালপট্টি	পূর্বাশা/নিউমুর
লালবাগ দুর্গ	আওরঙ্গবাদ কেল্লা/দুর্গ
বাহাদুর শাহ পার্ক	ভিক্টোরিয়া পার্ক
শেরে বাংলা নগর	আইয়ুব নগর
আসাদ গেইট	আইয়ুব গেইট
বাংলা একাডেমি	বর্ধমান হাউজ
সিরডাপ	চামেলী হাউজ
প্রধানমন্ত্রী ভবন	গণভবন (করতোয়া)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	পুরাতন সংসদ ভবন
মেঘনা (রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন)	হানিফ আদমজীর বাসভবন
পদ্মা (রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন)	গুল মোহাম্মদ আদমজীর বাসভবন
বঙ্গভবন	গভর্নর হাউজ
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	কুর্মিটোলা বিমানবন্দর
সেন্টমার্টিন	নারিকেল জিঞ্জিরা
মহাস্থানগড়	পুন্ড্রবর্ধন
ময়নামতি	রোহিতগিরি
মুজিবনগর	বৈদ্যনাথতলা / ভবের পাড়া

CamScanner

ভৌগোলিক উপনাম

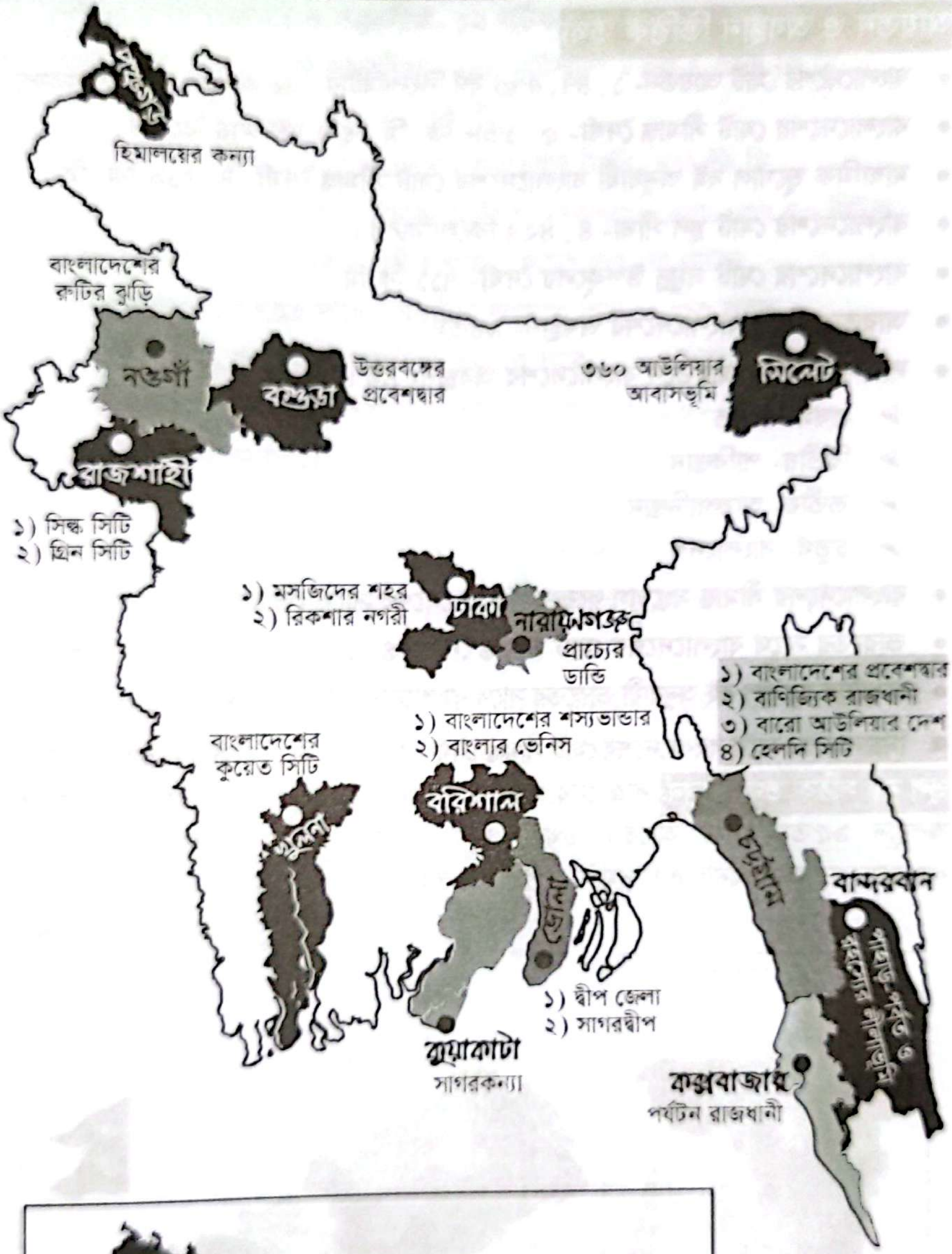

বাংলাদেশের উপনাম

- ভাটির দেশ
- নদীমাতৃক দেশ
- সোনালী আঁশের দেশ

B TO B--6

বাংলাদেশের অবস্থান, আয়তন ও সীমানা

আয়তন ও অবস্থান ভিত্তিক তথ্য

- **বাংলাদেশের মোট আয়তন-** ১, ৪৭, ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। [সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন]
- **বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য-** ৫, ১৩৮ কি. মি (ভূমি মন্ত্রণালয় রিপোর্ট)।
- **মাধ্যমিক ভূগোল বই অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য-** ৪, ৭১৯ কি. মি .
- **বাংলাদেশের মোট স্থল সীমা-** ৪, ৪২৭ কিলোমিটার।
- **বাংলাদেশের মোট সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য-** ৭১১ কি.মি.
- **আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান-** ৯৪তম।
- **দক্ষিণ এশিয়ায় আয়তনে বাংলাদেশের অবস্থান-** ৪র্থ।
  - ➢ প্রথম- ভারত
  - ➢ দ্বিতীয়- পাকিস্তান
  - ➢ তৃতীয়- আফগানিস্তান
  - ➢ চতুর্থ- বাংলাদেশ
- **বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে-** ২ টি দেশের সাথে (ভারত ও মিয়ানমার)।
- **ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য-** ৪, ১৫৬ কি. মি (BGB রিপোর্ট)।
- **মাধ্যমিক ভূগোল বই অনুযায়ী ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত দৈর্ঘ্য-** ৩, ৭১৫ কি. মি.
- **মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য-** ২৮০ কি. মি. (মাধ্যমিক ভূগোল বই)।

ভুল নয় সঠিক তথ্য জানুনঃ বাজারের প্রচলিত অনেক বইয়ে আয়তনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৫তম দেয়া আছে। তথ্যটি ভুল। বিশ্বে বাংলাদেশ আয়তনে ৯৪তম। বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় সমান নেপাল ৯৫তম।

[তথ্যসূত্র : wikipedia]

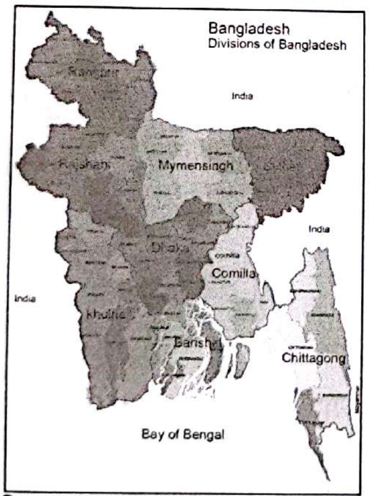

বিশ্বে বাংলাদেশ আয়তনে ৯৪তম

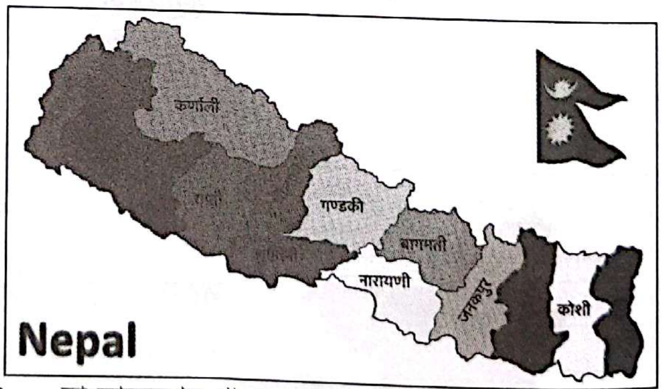

বাংলাদেশের প্রায় সমান নেপাল আয়তনে ৯৫তম

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা

- বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা- ১২ নটিক্যাল মাইল
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা- ২০০ নটিক্যাল মাইল / ৩৬৭ কি.মি.
- ১ নটিক্যাল মাইল সমান- ১.৮৫৩ কি. মি.
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য- ৭১১ কি.মি.
- সমুদ্র সমতল থেকে সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত- দিনাজপুর জেলা (৩৭.৫০ মিটার)
- বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি গভীর খাত- সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড
- বাংলাদেশ মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা জয়লাভ করে- ২০১২ সালে
- বাংলাদেশ ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা জয়লাভ করে- ২০১৪ সালে
- বাংলাদেশ-ভারতের বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকা ছিল- ২৫, ৬০২ বর্গ কি.মি.
- বাংলাদেশ লাভ করে- ১৯, ৪৬৭ বর্গ কি.মি.
- ভারত লাভ করে- ৬, ১৩৫ বর্গ কি.মি.
- বাংলাদেশের মোট সমুদ্র অঞ্চল- ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি. মি.
- বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রকাশ করে- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
- সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালত- ITLOS
- **ITLOS**-এর পূর্ণরূপ- International Tribunal for the Law of the Sea
- আন্তর্জাতিক সমুদ্রবিষয়ক আইনকে বলা হয়- UNCLOS
- **UNCLOS**-United Nations Convention on the Law of the Sea

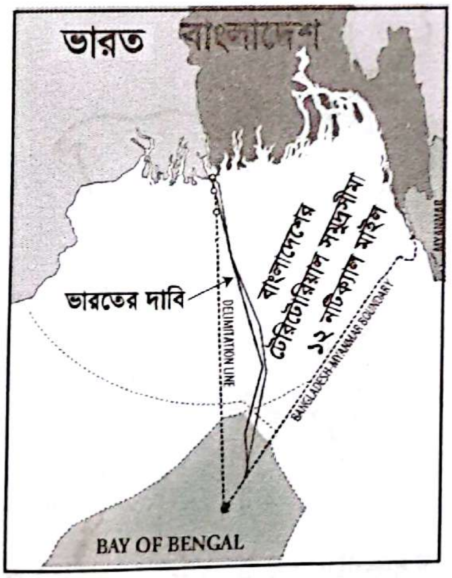

ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা জয়ের রায় আসে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত হতে ২০১৪ সালে।

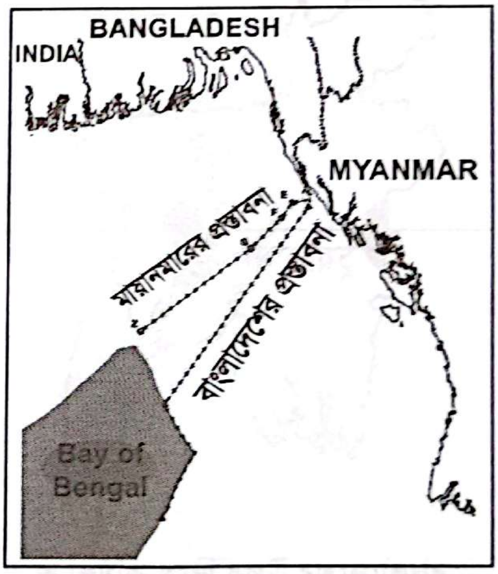

মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা জয়ের রায় আসে জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত ITLOS হতে ২০১২ সালে।

CamScanner

আন্তর্জাতিক রেখা ও বাংলাদেশ

- **বাংলাদেশ অবস্থিত মূল মধ্যরেখার-** পূর্ব গোলার্ধে।
- **বাংলাদেশ অবস্থিত নিরক্ষরেখার-** উত্তর গোলার্ধে।
- **গ্রিনিচ থেকে বাংলাদেশের অবস্থান-** ৯০° পূর্বে।
- **বাংলাদেশের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে-** ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ বা কর্কটক্রান্তি রেখা এবং ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা।
- **বাংলাদেশের উপর দিয়ে উলম্বভাবে অতিক্রম করেছে -** ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা।
- **বাংলাদেশের উপর দিয়ে সমান্তরাল/আনুভূমিকভাবে অতিক্রম করেছে -** ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ বা কর্কটক্রান্তি রেখা।
- **কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে -** কুমিল্লা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বরাবর।
- **৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছে-** শেরপুর ও বরগুনা জেলা বরাবর।
- **কর্কটক্রান্তি রেখা ও দ্রাঘিমা রেখা একত্রিত হয়েছে-** ফরিদপুরে।
- **ঢাকার প্রতিপাদ স্থান-** চিলির নিকটে (প্রশান্ত মহাসাগরে)।

বাংলাদেশের উপর দিয়ে অতিক্রম করা আন্তর্জাতিক রেখা

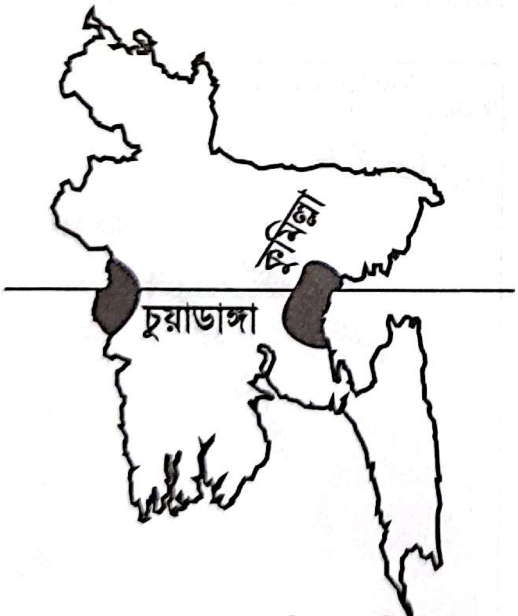

বাংলাদেশের উপর দিয়ে কুমিল্লা ও চুয়াডাঙ্গা বরাবর সমান্তরালভাবে অতিক্রম করে কর্কটক্রান্তি রেখা

বাংলাদেশের উপর দিয়ে শেরপুর ও বরগুনা জেলা বরাবর উলম্বভাবে অতিক্রম করে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা

ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত

বাংলাদেশের...

পশ্চিমে	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
উত্তরে	ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য
পূর্বে	ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মায়ানমার
দক্ষিণে	বঙ্গোপসাগর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (ভারত)

- **বাংলাদেশের তিনদিকে অবস্থিত-** ভারত।
- **ভারতের মোট রাজ্য-** ২৮ টি (কাশ্মির রাজ্যের মর্যাদা বিলুপ্তির পর)।
- **ভারতের কেন্দ্র শাসিত রাজ্য-** ৮টি।
- **বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য -** ৫ টি।

  ✓ পশ্চিমবঙ্গ ✓ আসাম ✓ মেঘালয় ✓ ত্রিপুরা ✓ মিজোরাম।
- **বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমান্ত সবচেয়ে বেশি -** পশ্চিমবঙ্গ।
- **বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে রাজ্যের সীমান্ত সবচেয়ে কম -** আসাম।
- **বাংলাদেশের যে বিভাগগুলোর সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ নেই -** বরিশাল ও ঢাকা।
- **বাংলাদেশ-ভারত অমীমাংসিত সীমান্ত-** ২.৫ কি.মি. (ফেনী জেলার মুহুরীর চর)
- **বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির নাম-** JBWG
- **JBWG এর পূর্ণরূপ-** Joint Boundary Working Group.
- **বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সীমান্ত পিলার স্থাপন করা হয়-** ১৯৫২ সালে
- **ভারত সিলেটের পাদুয়া গ্রামটি দখলে নিয়েছিল-** ১৯৭১ সালে (পুনরুদ্ধার ২০০১ সালে)

বাংলাদেশের সীমান্তের সাথে ভারতের ৫ টি রাজ্য

সেভেন সিস্টার্স

সেভেন সিস্টার্স - ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যকে একত্রে সেভেন সিস্টার্স বলে। সেভেন সিস্টার্সভুক্ত রাজ্যগুলো হলো-

রাজ্য	রাজধানী	রাজ্য	রাজধানী
১। আসাম	দিসপুর	৫। মেঘালয়	শিলং
২। মিজোরাম	আইজল	৬। নাগাল্যান্ড	কোহিমা
৩। ত্রিপুরা	আগরতলা	৭। মণিপুর	ইম্ফল
৪। অরুণাচল	ইটানগর		

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭ টি রাজ্য, যারা সেভেন সিস্টার্স নামে পরিচিত

- সেভেন সিস্টার্সভুক্ত যে রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে - ৪ টি। (আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা)
- ভারতের সেভেন সিস্টার্সভুক্ত যে রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের সীমানা সংযুক্ত নেই - ৩টি (নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মণিপুর) ।
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অথচ সেভেন সিস্টার্সভুক্ত নয় ভারতের যে রাজ্যটি- পশ্চিমবঙ্গ (উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় নয় বলে)
- ভারতের ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা- কুমিল্লা।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী জেলা

- **বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা- ৩২টি।**
- **ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা- ৩০ টি।**
- **বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যে জেলার সাথে ভারতের সীমান্ত সংযোগ নেই-** বান্দরবান ও কক্সবাজার।
- **বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সাথে ভারতের জেলা-** মুর্শিদাবাদ।
- **বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার সাথে ভারতের জেলা-** জলপাইগুঁড়ি।
- **বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার সাথে ভারতের জেলা-** চব্বিশ পরগণা।
- **বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার সাথে ভারতের জেলা-** নদীয়া।

মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত

- **মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমান্ত- ২৮০ কি. মি. (মাধ্যমিক ভূগোল বই)।**
- **মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা- ৩ টি।**
  - ✓ রাঙামাটি
  - ✓ বান্দরবান
  - ✓ কক্সবাজার
- **বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা- ৩২ টি (ভারতের সাথে ৩০ টি ও মিয়নমারের সাথে ৩ টি)**
- **ভারত ও মিয়ানমার উভয়ের সাথে সীমান্ত সংযোগ রয়েছে-** রাঙামাটি জেলার।
- **পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা- ৩টি (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান)**

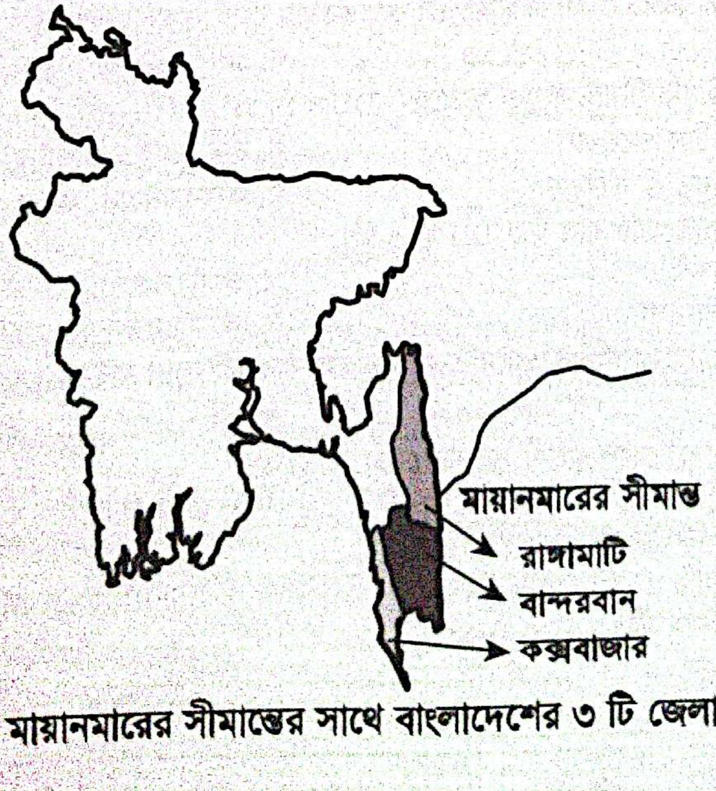

মায়ানমারের সীমান্তের সাথে বাংলাদেশের ৩ টি জেলা

ডোকলাম সীমান্ত ও শিলিগুঁড়ি করিডোর

বাংলাদেশের উত্তরে চীন, ভারত ও ভুটানের একটি সীমান্ত এলাকা ডোকলাম। ডোকলাম সীমান্তে চীন সামরিক স্থাপনা গড়ে তুললে ভারতের নিরাপত্তার জন্য সেটি হবে হুমকি স্বরূপ। ডোকলাম সীমান্তের সন্নিকটেই রয়েছে **শিলিগুঁড়ি করিডোর বা Chicken's Neck**। শিলিগুঁড়ি করিডোরের অংশটি ভারতের হাতছাড়া হলে সেভেন সিস্টার্সের সবকটি রাজ্যই মূল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সেভেন সিস্টার্স নামে ৭টি রাজ্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ভূ-খন্ডকে শিলিগুঁড়ি করিডোর বা Chicken's Neck বলা হয়।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচে উল্লেখিত বাংলাদেশের কোন বিভাগটির সাথে ভারতের কোন সীমান্ত নেই? [DU খ' ২৩-২৪]
ক. রাজশাহী বিভাগ
খ. খুলনা বিভাগ
গ. বরিশাল বিভাগ
ঘ. চট্টগ্রাম বিভাগ

০২. ঢাকা বিভাগে কতটি জেলা রয়েছে? [DU ঘ' ১৭-১৮]
ক. ১৫ খ. ১৩ গ. ১২ ঘ. ১৪

০৩. ডোকলাম ত্রিমুখী সীমান্ত সংযুক্ত করেছে- [DU ঘ' ১৭-১৮]
ক. ভারত, চীন ও নেপাল
খ. চীন, ভারত ও ভূটান
গ. চীন, ভারত ও পাকিস্তান
ঘ. আফগানিস্তান, ভারত ও চীন

০৪. লালবাগ কেল্লার আদি নাম কী? [DU ঘ' ১৪-১৫]
ক. বাবরের দুর্গ
খ. হুমায়ুনের দুর্গ
গ. আওরঙ্গবাদ দুর্গ
ঘ. আকবরের দুর্গ

০৫. উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল- [DU খ' ১৩-১৪]
ক. ১২ খ. ২০০ গ. ২২০ ঘ. ১২০

০৬. 'গন্ডোয়ানাল্যান্ড' কোন স্থানের পূর্ব নাম? [DU ঘ' ১৩-১৪]
ক. দিনাজপুর খ. বাগেরহাট গ. কক্সবাজার ঘ. নোয়াখালী

০৭. ময়নামতির পূর্ব নাম কী ছিল? [DU ঘ' ১১-১২]
ক. রোহিতগিরি খ. ত্রিপুরা গ. হরিকেল ঘ. নদীয়া

০৮. কুমিল্লার পূর্বনাম কী? [DU ঘ' ০৯-১০]
ক. নাসিরাবাদ খ. সুধারাম গ. ত্রিপুরা ঘ. সুবর্ণগ্রাম

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. খ	৪. গ	৫. খ	৬. ক	৭. ক	৮. গ

০৯. বাংলাদেশের কোন জেলার সাথে ভারত এবং মায়ানমারের সীমান্ত রয়েছে? [DU ঘ ০৯-১০]
ক. কক্সবাজার খ. বান্দরবান গ. খাগড়াছড়ি ঘ. রাঙামাটি

১০. ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে কত দূরে অবস্থিত? [13 BCS; DU খ ০৬-০৭; ঘ ৯৯-০০]
ক. ২৪.৭ কি. মি খ. ২১.০ কি. মি গ. ১৯.৩ মাইল ঘ. ১৬.৫ কি. মি

১১. ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমা কত কিলোমিটার? [DU খ ০৫-০৬; ঘ ৯৮-৯৯]
ক. ২০১৫ খ. ৩৭১৫ গ. ৫০০০ ঘ. ৭০১৫

১২. বরিশালের প্রাচীন নাম কী? [DU খ ০৫-০৬]
ক. জালালাবাদ খ. চন্দ্রদ্বীপ গ. ভুলুয়া ঘ. জঙ্গলবাড়ী

১৩. আয়তনে বাংলাদেশের বড় জেলা কোনটি? [DU খ ০৩-০৪]
ক. ময়মনসিংহ খ. বরিশাল গ. রাজশাহী ঘ. রাঙামাটি

১৪. নিচের কোন রেখাটি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে? [DU ঘ ০২-০৩, ৯৮-৯৯; খ ০০-০১, ৯৬-৯৭]
ক. বিষুবরেখা খ. কর্কটক্রান্তি রেখা গ. মকরক্রান্তি রেখা ঘ. সুমেরুবৃত্ত

১৫. বাংলাদেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা কোনটি? [22, 14 BCS; DU ঘ ০২-০৩, ৯৯-০০]
ক. দিনাজপুর খ. ঠাকুরগাঁও গ. লালমনিরহাট ঘ. পঞ্চগড়

১৬. ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কোন রাজ্যটি বাংলাদেশের সীমান্তে অবস্থিত নয়? [DU খ ০০-০১; ঘ ৯৯-০০]
ক. মেঘালয় খ. আসাম গ. ত্রিপুরা ঘ. মণিপুর

১৭. নোয়াখালীর পূর্বনাম কী ছিল? [DU ঘ ০১-০২]
ক. সুজানগর খ. নাসিরাবাদ গ. পূর্বাশা ঘ. সুধারাম

১৮. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি? [DU ঘ ০০-০১]
ক. ৭ টি খ. ৬ টি গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

১৯. কতটি দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে? [DU ঘ ৯৬-৯৭, চবি ০৮-০৯]
ক. ৪ টি খ. ৩ টি গ. ২ টি ঘ. ১ টি

২০. টেকনাফ ও তেতুলিয়া কোন দু'টি জেলায় অবস্থিত? [DU খ ৯৯-০০]
ক. বান্দরবান ও নীলফামারী খ. কক্সবাজার ও দিনাজপুর
গ. চট্টগ্রাম ও কুড়িগ্রাম ঘ. কক্সবাজার ও পঞ্চগড়

২১. 'বিলোনিয়া সীমান্ত' কোন জেলার অন্তর্গত? [DU খ ০০-০১]
ক. নীলফামারী খ. ফেনী গ. দিনাজপুর ঘ. বগুড়া

বি সি এস

২২. বাংলাদেশের কোন বিভাগে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম? (46 BCS)
ক. সিলেট খ. খুলনা গ. বরিশাল ঘ. চট্টগ্রাম

২৩. আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি? (45 BCS)
ক. রাঙ্গামাটি খ. বরিশাল গ. চট্টগ্রাম ঘ. ময়মনসিংহ

২৪. নিম্নের কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে? (43 BCS)
ক. চীন খ. পাকিস্তান গ. থাইল্যান্ড ঘ. মায়ানমার

উত্তরমালা

০৯. ঘ	১০. ঘ	১১. খ	১২. খ	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. ঘ
১৭. ঘ	১৮. ঘ	১৯. গ	২০. ঘ	২১. খ	২২. গ	২৩. ক	২৪. ঘ

CamScanner

২৫. বাংলাদেশের কোন জেলাটি কয়লা সমৃদ্ধ?(43 BCS)

ক. সিলেট খ. কুমিল্লা গ. রাজশাহী ঘ. দিনাজপুর

২৬. মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ক'টি জেলার সীমান্ত রয়েছে? [38 BCS]

ক. ২ টি খ. ৩ টি গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

২৭. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে '৩৬০ আউলিয়ার দেশ' বলা হয়? [15, 35 BCS]

ক. চট্টগ্রাম খ. সিলেট গ. ঢাকা ঘ. খুলনা

২৮. প্রাচীন 'চন্দ্রদ্বীপ' এর বর্তমান নাম- [11, 30 BCS]

ক. মাল্লীপ খ. হাতিয়া গ. বরিশাল ঘ. সন্দ্বীপ

২৯. সাগরকন্যা কোন এলাকার ভৌগোলিক নাম? [30 BCS, MC 12-13]

ক. টেকনাফ খ. কক্সবাজার গ. পটুয়াখালী ঘ. খুলনা

৩০. ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলা কয়টি? [26 BCS]

ক. ২৮ টি খ. ৩০ টি গ. ৩১ টি ঘ. ৩৫ টি

৩১. বাংলাদেশের রাজধানী কোথায়? [33 BCS]

ক. ঢাকা উত্তর খ. ঢাকা দক্ষিণ গ. ঢাকা ঘ. শেরে বাংলা নগর

৩২. বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত ভারতের- [16 BCS]

ক. নেপাল, ভুটান খ. পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম

গ. পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ঘ. পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার

৩৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি জেলা আছে? [29 BCS]

ক. ৩ টি খ. ৫ টি গ. ৭ টি ঘ. ৯ টি

৩৪. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোন জেলার সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই? [26 BCS]

ক. বান্দরবান খ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ গ. পঞ্চগড় ঘ. দিনাজপুর

৩৫. বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমানা কত? [36 BCS]

ক. ৫১৩৮ কি.মি. খ. ৪৩৭১ কি.মি. গ. ৪১৫৬ কি.মি. ঘ. ৩৯৭৮ কি.মি.

৩৬. ভারতীয় কোন রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত নাই? [35 BCS]

ক. আসাম খ. ত্রিপুরা গ. মিজোরাম ঘ. নাগাল্যান্ড

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

৩৭. বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি জেলা আছে? [MBBS 15-16]

ক. ৯ টি খ. ৫ টি গ. ৭ টি ঘ. ৩ টি

৩৮. দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নিচের কোন জেলায় অবস্থিত? [DAT 09-10]

ক. সাতক্ষীরা খ. ভোলা গ. নোয়াখালী ঘ. চট্টগ্রাম

৩৯. বাংলাদেশে সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ কোনটি? [DAT 09-10]

ক. ছেঁড়া দ্বীপ খ. সেন্টমার্টিন দ্বীপ

গ. মনপুরা দ্বীপ ঘ.শাহবাজপুর দ্বীপ

উত্তরমালা

২৫. ঘ	২৬. খ	২৭. খ	২৮. গ	২৯. গ	৩০. খ	৩১. গ	৩২. খ
৩৩. ক	৩৪. ক	৩৫. গ	৩৬. ঘ	৩৭. ঘ	৩৮. ক	৩৯. ক	

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

৪০. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণে জাতিসংঘ রায় দিয়েছে- [ইবি, খ' ১৩-১৪]

ক. ১৪ মার্চ ২০১২
খ. ১৪ এপ্রিল ২০১২
গ. ১৪ মে ২০১২
ঘ. ১৪ মে ২০১৩

৪১. কুষ্টিয়ার পূর্বনাম কোনটি? [ইবি খ' ১৩-১৪]

ক. চব্বিশ পরগণা
খ. মেদিনীপুর
গ. নদীয়া
ঘ. লক্ষীপুর

৪২. বাংলাদেশের কোন শহরকে বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয়? [খাদ্য অধিদপ্তরের অফিস সহকারী-১২]

ক. সিলেট
খ. নারায়ণগঞ্জ
গ. বরিশাল
ঘ. চট্টগ্রাম

৪৩. বর্তমানে দেশে বিভাগ কতটি? [ববি 'খ' ১৫-১৬]

ক. ০৬ টি
খ. ০৭ টি
গ. ০৮ টি
ঘ. ০৯ টি

৪৪. বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা কত? [প্রা বি সহকারী শিক্ষক-০৬]

ক. ৫১৩৮ কি.মি.
খ. ৫০৯০ কি.মি.
গ. ৮৯৯০ কি.মি.
ঘ. কোনোটিই নয়

৪৫. মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তের দৈর্ঘ্য- [দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক, ০৪]

ক. ২০৬ কি.মি.
খ. ২৩৬ কি.মি.
গ. ২৬০ কি.মি.
ঘ. ২৮০ কি.মি.

৪৬.বাংলাদেশের মোট সমুদ্র অঞ্চল- [জবি ঘ' ১৪-১৫]

ক. ১,১৫,৭৮২ বর্গ কি.মি.
খ. ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.
গ. ১,২০,৫২০ বর্গ কি.মি.
ঘ. ১,৫৭,২২০ বর্গ কি.মি.

৪৭. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রকাশ করে কোন সংস্থা? [চবি 'বিজ্ঞান' ১৪-১৫]

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
গ. মহাকাশ গবেষণা সংস্থা
ঘ. জরিপ অধিদপ্তর

৪৮. কোন বন্দরকে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয়? [জবি-খ, ০৫-০৬]

ক. চট্টগ্রাম
খ. মংলা
গ. ঢাকা
ঘ. চাঁদপুর

উত্তরমালা

৪০. ক	৪১. গ	৪২. ঘ	৪৩. গ	৪৪. ক	৪৫. ঘ	৪৬. খ	৪৭. খ
৪৮. ক							

ছিটমহল

ছিটমহল: কোনো একটি রাষ্ট্রের একটি এলাকা, যে-এলাকা চতুর্দিক থেকে অন্য একটি রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ছিটমহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ও যাতায়াত সংশ্লিষ্ট ভিন্ন রাষ্ট্রটির মধ্য দিয়ে ছাড়া সম্ভবপর নয়।

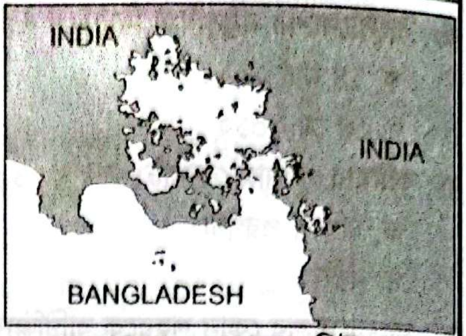

বাংলাদেশ ও ভারতের ছিটমহল

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

- **ছিটমহল বিনিময় শুরু হয়-** ১ আগস্ট, ২০১৫ এর প্রথম প্রহর থেকে।
- **বাংলাদেশ ও ভারতের মোট ছিটমহল ছিল- ১৬২ টি।**
- **ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল-** ৫১ টি।
  - ➢ কুচবিহারে- ৪৭ টি
  - ➢ জলপাইগুড়িতে- ৪ টি
- **বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল ছিল-** ১১১ টি।
  - ➢ লালমনিরহাটে-৫৯ টি
  - ➢ পঞ্চগড়ে-৩৬ টি
  - ➢ কুড়িগ্রামে-১২ টি
  - ➢ নীলফামারীতে-৪ টি
- **বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো অন্তর্গত ছিল-** ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের।
- **ছিটমহল বেষ্টিত জেলা বলা হত-** লালমনিরহাটকে।
- ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় **অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।**

দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল

দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলটির অবস্থান ছিল লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় তিস্তা নদীর তীরে। আয়তনে ৩৫ বর্গমাইলের ছিটমহলটি ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ছিটমহল। আলোচিত মশালডাঙ্গা ছিটমহলটির অবস্থান কুড়িগ্রাম জেলায়।

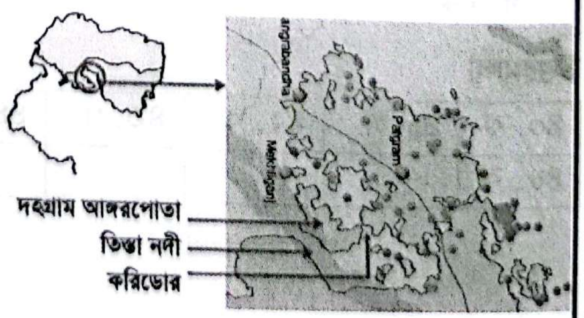

মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি ১৯৭৪

ভারতের নয়াদিল্লীতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন শেখ মুজিব ও ইন্দিরা গান্ধী

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যস্থিত সীমান্ত সমস্যা নিরসনকল্পে ভারতের নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাই **মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি** বা **বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি** নামে খ্যাত। এই চুক্তি ১৬ মে ১৯৭৪ সালে সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতকে হস্তান্তর করবে পঞ্চগড়ের বেড়ুবাড়ি আর ভারত বাংলাদেশকে হস্তান্তর করবে তিনবিঘা করিডোর। এ চুক্তির বৈধতাদানের লক্ষ্যেই বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী আনতে হয়।

বেরুবাড়ি ও তিনবিঘা করিডোর

তিনবিঘা করিডোরের অবস্থান লালমনিরহাট জেলায় তিস্তা নদীর তীরে। **বাংলাদেশের মূল ভূখন্ড হতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ছিটমহল দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় যোগাযোগের জন্য করিডোরটি ব্যবহৃত হতো।** ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিল, বাংলাদেশ ভারতকে হস্তান্তর করবে পঞ্চগড়ের বেরুবাড়ি আর ভারত বাংলাদেশকে হস্তান্তর করবে তিনবিঘা করিডোর যেন দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাটি আর ছিটমহল না থেকে মূল ভূখন্ডের সাথে মিলে যায়। কিন্তু বাংলাদেশ ভারতকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করলেও ভারত বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তর করেনি। **১৯৯২ সালে ভারত ইজারার মাধ্যমে 'তিনবিঘা করিডোর' বাংলাদেশকে প্রদান করে।** পরবর্তীতে ২০১১ সালে ঢাকায় মনমোহন সিং ও শেখ হাসিনা একটি চুক্তির মাধ্যমে ২৪ ঘন্টার জন্য করিডোরটি উন্মুক্ত করে দেন। **২০১৫ সালের ১ আগস্ট দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে ছিটমহল বিষয়ক সকল সমস্যার সমাধান করা হয়।**

র‍্যাডক্লিফ রেখা

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির প্রশ্নে যে রেখাটি দ্বারা দুই দেশের সীমান্ত আলাদা করা হয় তাকে র‍্যাডক্লিফ রেখা বলা হয়। এটি **র‍্যাডক্লিফ কমিশন** নামেও খ্যাত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তও এ রেখা দ্বারা আলাদা করা হয়। এই রেখা বরাবর ১৯৫২ সালে ভারত সরকার সীমান্ত পিলার বসালে ছিটমহল বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ট্রানজিট, করিডোর, পুশ ইন-পুশ ব্যাক ও ফ্ল্যাগ মিটিং

ট্রানজিট

একটি দেশ যদি দ্বিতীয় কোন দেশের ভূখন্ড ব্যবহার করে তৃতীয় কোন দেশের জন্য পণ্য বহন করে নিয়ে যায় তবে তাকে ট্রানজিট বলে।

দুইটি আন্তর্জাতিক ট্রানজিট কনভেনশন হচ্ছে বার্সেলোনা ট্রানজিট কনভেনশন ১৯২১ ও নিউইয়র্ক ট্রানজিট কনভেনশন ১৯৬৫।

করিডোর

নিজ দেশের একটি অংশ থেকে আরেকটি অংশে যাওয়ার জন্য যদি দ্বিতীয় কোন দেশের অংশ ব্যবহার করা হয় তবে তাকে করিডোর বলে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের ট্রানশিপমেন্ট সুবিধা চালু হয়- ১৬ জুন, ২০১৬ তারিখে। এর ফলে, বাংলাদেশ ট্রানশিপমেন্ট মাশুল পাবে প্রতি টনে- ১৯২ টাকা। দেশে নৌ ট্রানশিপমেন্ট চালু হয় ২০১১ সালে যার পয়েন্ট ছিল আশুগঞ্জ।

পুশ ইন-পুশ ব্যাক

সীমান্ত এলাকায় এক দেশে অন্য দেশের বসবাসকারীদের জোড়পূর্বক ঠেলে পাঠানো আবার ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া পুশ-ইন ও পুশ-ব্যাক নামে পরিচিত।

ফ্লাগ মিটিং

পতাকা বৈঠক। পাশাপাশি রাষ্ট্রের সীমান্ত সমস্যা সমাধানকল্পে তাৎক্ষণিক আয়োজিত বৈঠক বা পতাকা সভা।

জানা আছে কি?

২১ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার মিলে যৌথ কমান্ড বাহিনী গঠন করে। এ জন্যই ২১ নভেম্বরে সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালন করা হয়।

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হয় কবে? [DU 'F' ১৫-১৬ /জবি খ' ১৫-১৬]
ক. ১ জুলাই, ২০১৫ খ. ২ আগস্ট, ২০১৫
গ. ১ আগস্ট, ২০১৫ ঘ.৩০ জুলাই, ২০১৫

০২. বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল চুক্তি কার্যকর হয় ২০১৫ সালের কোন মাসে? [DU খ' ১৫-১৬]
ক. জানুয়ারি খ. মার্চ গ. জুন ঘ. আগস্ট

০৩. ১৯৪৭ সালের সীমানা কমিশন যে-নামে পরিচিত- [DU ঘ' ০৮-০৯]
ক. র‍্যাডক্লিফ কমিশন খ. সাইমন কমিশন
গ. লরেন্স কমিশন ঘ. ম্যাকডোনাল্ড কমিশন

০৪. ভারতের ভিতর বাংলাদেশের কতগুলো ছিটমহল ছিল? [DU ঘ' ৯৭-৯৮]
ক. ৫১ টি খ. ৯ টি গ. ১৪ টি ঘ. ৮০ টি

০৫. মশালডাঙ্গা ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত? [DU খ' ১২-১৩]
ক. লালমনিরহাট খ. কুড়িগ্রাম গ. দিনাজপুর ঘ. পঞ্চগড়

০৬. ভারতের ছিটমহল নেই- [DU ঘ' ০৮-০৯]
ক. লালমনিরহাটে খ. রংপুরে গ. কুড়িগ্রামে ঘ. নীলফামারীতে

বি সি এস

০৭. ভারতের কতটি 'ছিটমহল' বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? [36 BCS]
ক. ১৬২ টি খ. ১১১ টি গ. ৫১ টি ঘ. ১০১ টি

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

০৮. দহগ্রাম এবং আঙ্গরপোতা ছিটমহলের অবস্থান কোথায় ছিল? [MC 14-15/22 BCS/ DU ঘ ৯৮-৯৯]
ক. পঞ্চগড় খ. রংপুর গ. লালমনিরহাট ঘ. নীলফামারী

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

০৯. কোন স্থানটি বাংলাদেশের ছিটমহল? [তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা, ০৬]
ক. তিন বিঘা করিডোর খ. দহগ্রাম
গ. জাফলং ঘ. রৌমারী

১০. দাশিয়ার ছড়া ছিটমহল বর্তমান অবস্থান- [জাহাবি 'C3' 15-16]
ক. ফুলপুর ইউনিয়নে খ. ফুলবাড়ি উপজেলায়
গ. ফুলগাছি উপজেলায় ঘ.কোনটিই নয়

উত্তরমালা

১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. ক	৫. খ	৬. খ	৭. খ	৮. গ
৯. খ	১০. খ						

CamScanner

বাংলাদেশের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ

প্রথম সরকার ও প্রশাসন

- **প্রথম রাষ্ট্রপতি-** শেখ মুজিবুর রহমান
- **প্রথম প্রধানমন্ত্রী-** তাজউদ্দিন আহমেদ
- **প্রথম সাংবিধানিক ও নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী-** শেখ মুজিবুর রহমান।
- **প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি-** বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
- **প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি-** সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- **প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী-** খোন্দকার মোশতাক আহমেদ
- **প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-** এ এইচ এম কামরুজ্জামান
- **প্রথম অর্থমন্ত্রী-** তাজউদ্দীন আহমেদ (অস্থায়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী)
- **প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান-** জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী
- **প্রথম বিমান বাহিনী প্রধান-** এ. কে খন্দকার
- **প্রধান বিচারপ্রতি-** এ এস এম সায়েম
- **প্রথম নির্বাচন কমিশনার-** বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
- **প্রথম গণপরিষদ স্পীকার-** শাহ আব্দুল হামিদ
- **প্রথম জাতীয় সংসদ স্পীকার-** মোহাম্মদ উল্লাহ
- **প্রথম বাজেট পেশকারী-** তাজউদ্দীন আহমেদ
- **প্রথম উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত-** শরবিন্দু শেখর চাকমা
- **প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা-** বি. সাহাবুদ্দিন আহম্মেদ

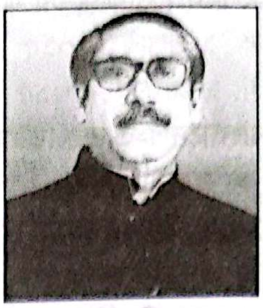

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি

তাজউদ্দীন আহমেদ
বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

নোট: বাংলাদেশের **প্রথম রাষ্ট্রপতি** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং **প্রথম প্রধানমন্ত্রী** তাজউদ্দিন আহমেদ। কিন্তু বাংলাদেশের **প্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি** বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এবং **প্রথম সাংবিধানিক প্রধানমন্ত্রী** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
আবার বাংলাদেশের **প্রথম অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ কিন্তু **অস্থায়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী** ছিলেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী।

প্রথম সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রধান

- **প্রথম বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর-** এ এন এম হামিদুল্লাহ
- **প্রথম ঢা. বি. ভিসি-** পি. জে হার্টজ
- **প্রথম ঢা. বি. মুসলিম ভিসি-** স্যার এ এফ রহমান
- **প্রথম শিক্ষা কমিশন চেয়ারম্যান-** কুদরত-ই-খোদা
- **প্রথম দুদকের চেয়ারম্যান-** বিচারপতি সুলতান হোসেন খান

প্রথম নারী ব্যক্তিত্ব

- **প্রধানমন্ত্রী-** বেগম খালেদা জিয়া
- **স্পীকার-** ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী
- **পররাষ্ট্রমন্ত্রী-** ডা. দীপু মনি
- **শিক্ষামন্ত্রী-** ডা. দীপু মনি
- **স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-** অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন
- **বিরোধী দলীয় নেতা-** শেখ হাসিনা
- **সংসদ উপনেতা-** সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
- **হুইপ-** সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি
- **সচিব-** কাজিয়া আকতার
- **রাষ্ট্রদূত-** মাহমুদা হক চৌধুরী
- **কূটনীতিবিদ-** তাহমিনা হক ডলি
- **বিচারপতি-** নাজমুন আরা সুলতানা
- **বীরপ্রতীক-** ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম
- **মেজর জেনারেল-** ডা. সুসানে গীতি
- **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জেলা প্রশাসক (ডিসি)-** শ্রাবন্তী রায়
- **বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর-** বেগম নাজনীন সুলতানা
- **নির্বাচন কমিশনার-** বেগম কবিতা খানম
- **পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) এর উপাচার্য-** ড. ফারজানা ইসলাম
- **পাইলট-** কানিজ ফাতেমা রোকসানা
- **ভাস্কর-** নভেরা আহমেদ
- **বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক-** ফেরদৌস আরা বেগম।
- **বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী-** ফেরদৌসি রহমান
- **অভিনেত্রী-** পূর্ণিমা সেন গুপ্তা
- **মুসলিম অভিনেত্রী-** বনানী চৌধুরী
- **জাতীয় অধ্যাপক -** ড. সুফিয়া আহম্মেদ
- **ট্রেন চালক-** সালমা খান
- **মেয়র-** সেলিনা হায়াত আইভী
- **জাতিসংঘের প্রথম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি-** ইসমাত জাহান
- **বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক-** নীলিমা ইব্রাহিম
- **বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক-** হোসনে আরা তালুকদার
- **সংবাদপত্রের সম্পাদক-** বেগম সুফিয়া কামাল (বেগম পত্রিকা)

ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী প্রথম নারী স্পীকার

নাজমুন আরা সুলতানা প্রথম নারী বিচারপতি

ড. ফারজানা ইসলাম প্রথম নারী উপাচার্য (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)

B TO B---7

প্রথম স্থাপত্য ও স্থাপনা

- প্রথম জাদুঘর- বরেন্দ্র জাদুঘর
- প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র- বেতবুনিয়া, রাঙামাটি
- প্রথম গ্যাসক্ষেত্র- হরিপুর, সিলেট
- প্রথম তেলক্ষেত্র- হরিপুর, সিলেট
- প্রথম ঝুলন্ত সেতু- সিলেট
- প্রথম লাইব্রেরী- রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি
- প্রথম চা বাগান- মালনীছড়া, সিলেট
- প্রথম সিনেমা হল- পিকচার হাউজ (আরমানিটোলা, ঢাকা)
- প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- প্রথম ইপিজেড- চট্টগ্রাম ইপিজেড

মালনীছড়া চা বাগান
প্রথম চা বাগান

বাংলাদেশ প্রথম (খেলাধুলা সম্পর্কিত)

- প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ- ১৯৯৯ (সপ্তম বিশ্বকাপে)।
- প্রথম জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক- জাকারিয়া পিন্টু।
- প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার- নিয়াজ মোর্শেদ।
- প্রথম বিশ্বকাপে ক্রিকেট দলের জয়- স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে (১৯৯৯)।
- প্রথম টেস্ট অধিনায়ক- নাঈমুর রহমান দুর্জয়।
- প্রথম টেস্ট জয়- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (২০০৫)।
- প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (২০০৫)।
- প্রথম ওয়ানডে জয়- কেনিয়ার বিপক্ষে (১৯৯৮)।
- ওয়ান ডে সিরিজ জয়- জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (২০০৫)।
- প্রথম আই সি সি বিদেশে ট্রফিতে অংশগ্রহণ- ১৯৭৯ সালের ৩ আগস্ট।
- প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণ- ১৯৮৪ (লস এঞ্জেলস অলিম্পিক)।

প্রথম গবেষণা কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান

- প্রথম কুমির গবেষণা কেন্দ্র- ভালুকা, ময়মনসিংহ।***
- প্রথম চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র- বাগেরহাট।***
- প্রথম কালাজ্বর হাসপাতাল ও ট্রেনিং সেন্টার- ময়মনসিংহ।
- দেশের প্রথম শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্ট- সংগ্রাম এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন।
- প্রথম ফিজিওথেরাপি কলেজ- বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিওথেরাপি, মহাখালি।
- বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল- জীবন তরী।***
- প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে- ডাচ্ বাংলা ব্যাংক।***
- প্রথম ফর্মালিন টেস্ট কেন্দ্র- ধানমন্ডি, ঢাকা।
- প্রথম নারী কারাগার- কাশিমপুর, গাজীপুর।
- প্রথম হাইটেক পার্ক- কালিয়াকৈর, গাজীপুর।***
- প্রথম নভোথিয়েটার- বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার।
- প্রথম চা গবেষণা কেন্দ্র- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।***

প্রথম চালু হয়

- ব্যালট পেপারে 'না' ভোটের বিধান- নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।***
- ঢাকায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন শুরু হয়- ১৯০১ সালে।***
- প্রথম বাংলা একাডেমি পুরস্কার চালু- ১৯৬০ সালে।***
- প্রথম দশমিক মুদ্রা চালু- ১৯৬১ সালে।
- প্রথম ডাকটিকিট চালু- ১৯৭১ সালে।***
- বাংলা একাডেমি বইমেলা চালু- ১৯৭৮ সালে।***
- প্রথম নোট চালু- ১৯৭২ সালে।***
- প্রথম বিমান চালু- ১৯৭২ সালে।
- প্রথম জাতীয় বননীতি ঘোষিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- প্রথম রঙ্গিন টেলিভিশন চালু- ১৯৮০ সালে।***
- প্রথম সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি চালু- ১৯৭৯, বেতাগী ও পোমরা, চট্টগ্রাম।
- প্রথম অর্থনৈতিক জরিপ চালু- ১৯৮৬ সালে।
- প্রথম মূল্য সংযোজন কর দিবস চালু হয়- ১৯৯১ সালে
- প্রথম মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়- ১৯৯১ সালে।***
- প্রথম জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষিত- ১৯৯২ সালে।***
- প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু- ১৯৯২ সালে।
- প্রথম খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা চালু- ১৯৯৩ সালে।
- প্রথম কর ন্যায়পাল কার্যক্রম চালু- ২০০৬ সালে।
- প্রথম জাতীয় জন্ম নিবন্ধন চালু- ২০০৭ সালে।
- প্রথম স্বাধীন বিচার বিভাগের যাত্রা- ২০০৭ সালে।***
- প্রথম ১০০০ টাকার নোট চালু- ২০০৮ সালে।***
- প্রথম আয়কর দিবস চালু- ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে।
- প্রথম তথ্য কমিশন গঠিত হয়- ২০০৯ সালে।
- প্রথম নারী ট্রাফিক চালু- ২০১০ সালে।

তারকা (***) চিহ্নিত তথ্যগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ

শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ	শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু	নিয়াজ মোর্শেদ
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী	ড. কুদরত-এ-খুদা	শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু	রানী হামিদ
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার	জহির রায়হান	শ্রেষ্ঠ যাদুকর	জুয়েল আইচ
শ্রেষ্ঠ কবি	কাজী নজরুল ইসলাম	শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ লেখক	সৈয়দ মুজতবা আলী
শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি	শামসুর রাহমান	শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী	অলক রায়
শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি	সুফিয়া কামাল	শ্রেষ্ঠ ভাস্কর	শামীম শিকদার
শ্রেষ্ঠ স্থপতি	ফজলুর রহমান খান	শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট	রফিকুন্নবী (রনবী)
শ্রেষ্ঠ ফুটবলার	যাদুকর সামাদ	শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সাধক	ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ
শ্রেষ্ঠ সাতারু	ব্রজেন দাস	শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী	জয়নুল আবেদিন

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতালের নাম কী? [DU ঘ' ২১-২২]
ক. জীবন তরী
খ. এমিরেটস ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল
গ. লাইফবয় ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল
ঘ. জীবন তরঙ্গ

০২. বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র কে? [DU ঘ' ১৯-২০]
ক. সেলিনা হায়াত আইভি
খ. মেহের আফরোজ চুমকি
গ. পান্না কায়সার
ঘ. কবরী সারোয়ার

০৩. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার- [DU ঘ' ০৬-০৭]
ক. বিচারপতি সাদেক খ. এম ইদ্রিস গ. এটিএম মাসউদ ঘ. বিচারপতি সাত্তার

০৪. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- [DU ঘ' ০৫-০৬]
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. তাজউদ্দীন আহমদ
গ. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
ঘ. এএইচএম কামরুজ্জামান

০৫. বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি? [DU ঘ' ০৫-০৬]
ক. তাহমিনা বেগম
খ. নাজমুন আরা সুলতানা
গ. জাকিয়া সুলতানা
ঘ. আনিসা হামিদ

০৬. বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হল- [DU খ' ০২-০৩]
ক. পিকচার হাউস খ. শাবিস্তান গ. রূপমহল ঘ. গুলিস্তান

০৭. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন- [DU খ' ০২-০৩]
ক. এটিএম আফজাল
খ. এএসএম সায়েম
গ. সুলতান হোসেন খান
ঘ. আবু সাঈদ চৌধুরী

০৮. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? [DU ঘ' ৯৫-৯৬]
ক. তাজউদ্দীন আহমদ খ. এমএজি ওসমানী গ.শেখ মুজিব ঘ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

০৯. মহিলাদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী কে? [DU ঘ' ১৪-১৫]
ক. নিশাত মজুমদার
খ. ওয়াজফিয়া নাজরীন
গ. আইরিন হক
ঘ. সাদিয়া শারমিন শম্পা

বি সি এস

১০. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? (46 BCS)
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ. তাজউদ্দীন আহমেদ
ঘ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

১১. বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং শুরু করে– [37 BCS]
ক. ব্র্যাক ব্যাংক খ. ডাচ্-বাংলা ব্যাংক গ. এবি ব্যাংক ঘ. সোনালী ব্যাংক

১২. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কী? [29 BCS]
ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ. তাজউদ্দীন আহমদ
গ. শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. ক্যাপটেন মনসুর আলী

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

১৩. বাংলা একাডেমির প্রথম নারী মহাপরিচালক- [ববি খ' ১৩-১৪]
ক. নীলিমা ইব্রাহিম
খ. বেগম সুফিয়া কামাল
গ. লিলি ইসলাম
ঘ. সানজিদা খাতুন

উত্তরমালা

১. ক	২. ক	৩. খ	৪. খ	৫. খ	৬. ক	৭. খ	৮. ঘ
৯. ক	১০. ক	১১. খ	১২. গ	১৩. ক			

CamScanner

বাংলাদেশের জনসংখ্যা

জনশুমারি

- জনশুমারি ও গৃহগণনার পূর্বনাম- আদমশুমারি ও গৃহগণনা।
- উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয়- ১৮৭২ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি হয়- ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশে এ যাবতকালে জনশুমারি হয়- ৬ বার।
  - প্রথম- ১৯৭৪ সালে (৭.১৪ কোটি)
  - দ্বিতীয়- ১৯৮১ সালে (৮.৭১ কোটি)
  - তৃতীয়- ১৯৯১ সালে (১০.৬৩ কোটি)
  - চতুর্থ- ২০০১ সালে (১২.৪৩ কোটি)
  - পঞ্চম- ২০১১ সালে (১৪.৯৭ কোটি)

'আদমশুমারি ও গৃহগণনা'র পরিবর্তে 'জনশুমারি ও গৃহগণনা' নামকরণ করা হয় পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ অনুযায়ী।

সর্বশেষ জনশুমারি ২০২২

- সর্বশেষ ৬ষ্ঠ জনশুমারি হয়- ১৫-২১ জুন, ২০২২।
- চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে (ভলিউম-১)- ১৫ নভেম্বর, ২০২৩।
- বৈশিষ্ট্য- প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে হয়।
- যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- জনশুমারি পরিচালনা করে- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)।
- প্রথমবারের মতো গণনায় যুক্ত করা হয়- প্রবাসীদের।
- ৬ষ্ঠ জনশুমারিতে কারিগরি সহায়তা দেয়- নাসা (যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা)।
- মোট জনসংখ্যা- ১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ জন।
- পুরুষ- ৮,৪১,৩৪,০০৩ জন (৪৯.৫৪%)।
- নারী- ৮,৫৬,৮৬,৭৮৪ জন (৫০.৪৫%)।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ- ঢাকা।
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম বিভাগ- বরিশাল।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব- ১,১১৯ জন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.১২%।
- স্বাক্ষরতার হার- ৭৪.৮০%।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী- চাকমা।
- জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী- ভিল।

৬ষ্ঠ জনশুমারিতে দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। এই জনশুমারিতে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) ভিত্তিক ডিজিটাল ম্যাপ ব্যবহার করা হয়।

	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	স্বাক্ষরতার হার
সর্বাধিক	ঢাকা বিভাগ	ঢাকা বিভাগ
সর্বনিম্ন	বরিশাল বিভাগ	ময়মনসিংহ বিভাগ

জনসংখ্যায় বাংলাদেশ

- বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- অষ্টম।
- এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান- পঞ্চম।
- মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- চতুর্থ।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

২০১০ সালে প্রণীত একটি আইনের মাধ্যমে 'উপজাতি' পদটির নেতিবাচক ভাব এড়ানোর লক্ষ্যে 'নৃগোষ্ঠী' শব্দটি চালু করে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে আদিবাসী জনগণকে "উপজাতি, নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা" হিসেবে অভিহিত করেছে সরকার। সরকারি এ ঘোষণাকে প্রত্যাখান করেছে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ৬ জুন, ২০২১ সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৩টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করলে দেশে মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সংখ্যা হয় ১০টি। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো হলো-

ক্রম	প্রতিষ্ঠান	অবস্থান
১	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি *(বাংলাদেশে প্রথম নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র)*	বিরিশিরি, নেত্রকোনা
২	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট *(এর ভিতরে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জাদুঘর রয়েছে)*	রাঙামাটি
৩	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান
৪	কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কক্সবাজার
৫	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	খাগড়াছড়ি
৬	রাজশাহী বিভাগীয় নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	রাজশাহী
৭	মণিপুরী ললিতকলা একাডেমি	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
৮	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৯	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	দিনাজপুর
১০	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	নওগাঁ

বেসিক তথ্য

- **বাংলাদেশে বসবসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা-** ৫০টি।
- **জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী-** চাকমা (দ্বিতীয়- মারমা, তৃতীয়- ত্রিপুরা)।
- **বাংলাদেশের সংখ্যায় সবচেয়ে কম যে নৃ-গোষ্ঠী-** ভিল (৯৫ জন)।
- **বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা-** পিতৃতান্ত্রিক।
- **পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী-** ১৪ টি। *[সূত্র: ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলাদেশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিচিতি]*
- **পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী-** ১৩ টি। *[সূত্র: ভাষা ও সংস্কৃতি; জাতীয় তথ্য বাতায়ন]*
- **মাতৃতান্ত্রিক নৃ-গোষ্ঠী-** গারো, খাসিয়া।
- **বিশ্ব আদিবাসী দিবস-** ৯ আগস্ট।

CamScanner

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অবস্থান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	অবস্থান (পার্বত্য অঞ্চলীয় জেলা)
চাকমা	রাঙ্গামাটি (প্রধান আবাসস্থল), খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার
ত্রিপুরা (টিপরা)	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি (প্রধান আবাসস্থল), সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী
মারমা	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
লুসাই	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
খুমি	বান্দরবান (রুমা, লামা ও থানচি উপজেলায়)
খিয়াং	রাঙামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম
পাংখোয়া	রাঙামাটি, বান্দরবান
চাক	বান্দরবান (লামা উপজেলায়)
বনযোগী (বম)	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
তঞ্চঙ্গা	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
মগ	বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালী
মুরং (ম্রো)	বান্দরবান (চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে)
উপজাতি	**উত্তরাঞ্চল (উ. ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলা)**
রাজবংশী	রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ময়মনসিংহ
ওঁরাও	রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া
সাঁওতাল	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর
কোল	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গারো (মান্দি)	ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, সিলেট, গাজীপুর
হাজং	ময়মনসিংহ (প্রধান আবাসস্থল), নেত্রকোনা, শেরপুর
হাদুই	নেত্রকোনা জেলার শ্রীবর্দী ও বিরিশিরি অঞ্চলে
উপজাতি	**বৃহত্তম সিলেট অঞ্চলে**
মনিপুরী	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার (প্রধান আবাসস্থল)
খাসিয়া (খাসি)	সিলেট (জৈন্তিয়া পাহাড়ে), সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
শবর	মৌলভীবাজার, সিলেট
মুণ্ডা	সিলেট (চা বাগানে), যশোর, খুলনা
পাত্র	সিলেট
উপজাতি	**দক্ষিণ ও উপকূলীয় অঞ্চল**
রাখাইন	পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজার

CamScanner

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অবস্থান

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	অবস্থান (পার্বত্য অঞ্চলীয় জেলা)
চাকমা	রাঙ্গামাটি (প্রধান আবাসস্থল), খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার
ত্রিপুরা (টিপরা)	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি (প্রধান আবাসস্থল), সিলেট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী
মারমা	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
লুসাই	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
খুমি	বান্দরবান (রুমা, লাসা ও থানচি উপজেলায়)
খিয়াং	রাঙামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম
পাংখোয়া	রাঙামাটি, বান্দরবান
চাক	বান্দরবান (লামা উপজেলায়)
বনযোগী (বম)	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি
তঞ্চঙ্গা	রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
মগ	বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালী
মুরং (ম্রো)	বান্দরবান (চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে)
উপজাতি	**উত্তরাঞ্চল (উ. ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলা)**
রাজবংশী	রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ময়মনসিংহ
ওঁরাও	রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া
সাঁওতাল	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর
কোল	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গারো (মান্দি)	ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ, সিলেট, গাজীপুর
হাজং	ময়মনসিংহ (প্রধান আবাসস্থল), নেত্রকোনা, শেরপুর
হাদুই	নেত্রকোনা জেলার শ্রীবর্দী ও বিরিশিরি অঞ্চলে
উপজাতি	**বৃহত্তম সিলেট অঞ্চলে**
মনিপুরী	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার (প্রধান আবাসস্থল)
খাসিয়া (খাসি)	সিলেট (জৈন্তিয়া পাহাড়ে), সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
শবর	মৌলভীবাজার, সিলেট
মুণ্ডা	সিলেট (চা বাগানে), যশোর, খুলনা
পাত্র	সিলেট
উপজাতি	**দক্ষিণ ও উপকূলীয় অঞ্চল**
রাখাইন	পটুয়াখালী, বরগুনা, কক্সবাজার

CS CamScanner

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবস্থান

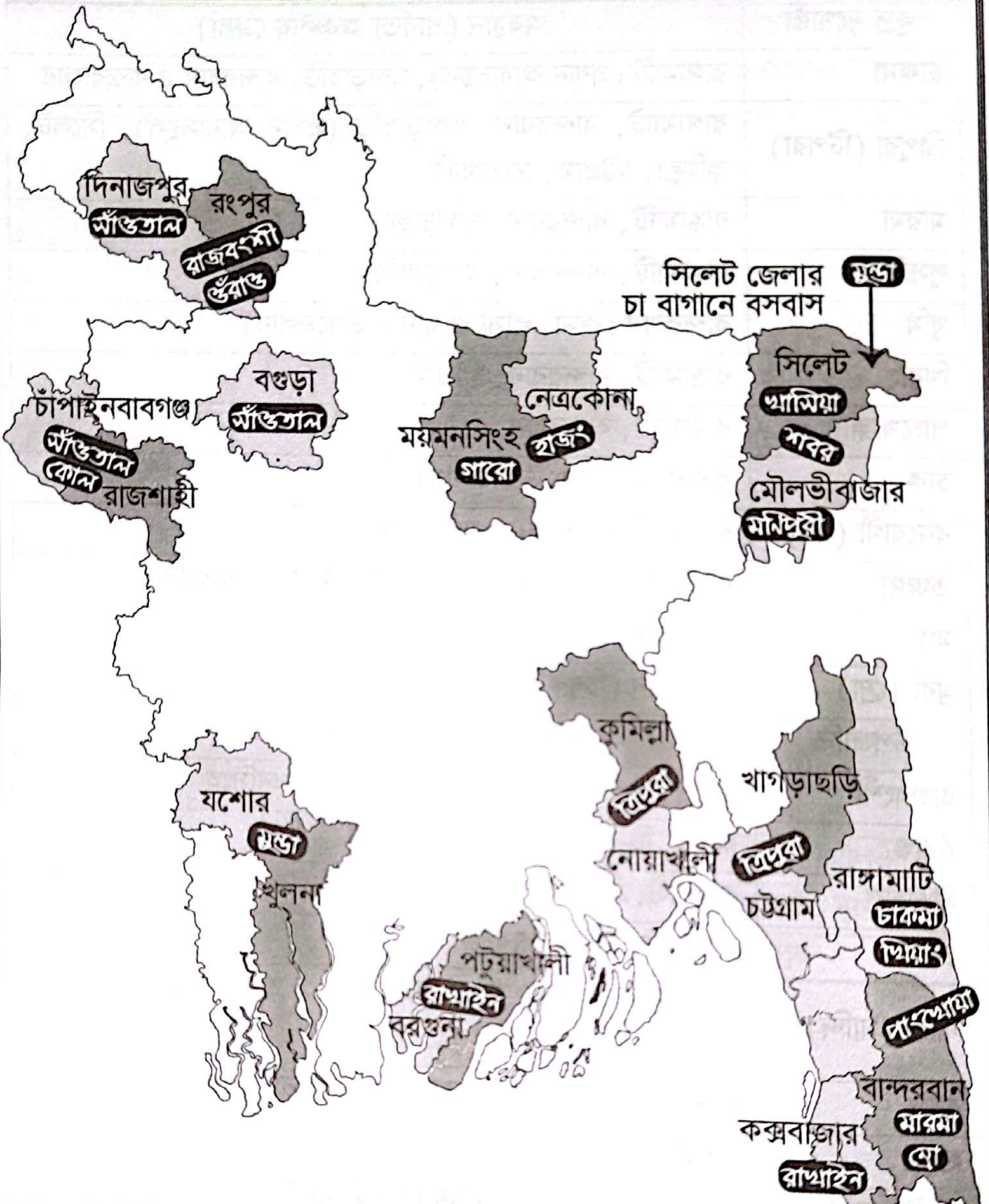

বাওয়ালি

সুন্দরবনের গোলপাতা সংগ্রহকারীদের বলা হয় বাওয়ালি।

মৌয়ালি

সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীদের বলা হয় মৌয়ালি।

প্রধান প্রধান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিচয়

চাকমা

দুই চাকমা নারী

- বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী চাকমা সম্প্রদায় নিজেদেরকে বলে- চাঙমা।
- চাকমা সমাজের মূল অংশ- পরিবার।
- কয়েকটি চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় আদাম, গ্রাম বা পাড়া। গ্রামপ্রধানকে বলা হয়- কারবারি।
- কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয়- মৌজা।
- কয়েকটি মৌজা মিলে গঠিত হয়- চাকমা সার্কেল।

মারমা

মারমা

- বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী মারমারা বহুপূর্বে পরিচিত ছিল- মগ নামে।
- মারমাদের পারিবারিক কাঠামো- পিতৃতান্ত্রিক।
- মারমা গ্রামকে বলে- রোয়া (গ্রামপ্রধান- কারবারি)।
- মৌজা প্রধানকে বলে- হেডম্যান।
- সার্কেল প্রধানকে বলে- বোমাং চীফ বা বোমাং রাজা।

সাঁওতাল

সাঁওতাল নারী

- সাঁওতাল সমাজের পারিবারিক কাঠামো- পিতৃতান্ত্রিক।
- সাঁওতাল সমাজের মূলভিত্তি- গ্রামপঞ্চায়েত।
- পঞ্চায়েত পরিচালনা করেন- ৫ জন মাঝি পরাণিক।
- সিধু মুরমু ও কানু মুরমু'র নেতৃত্বে ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক ও জমিদারি শাসন বিরোধী আন্দোলন 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' সংঘটিত হয়- ১৮৫৫ সালে।

মণিপুরী

মণিপুরী

- 'মৈ তৈ' নামেও মণিপুরীদের অভিহিত করা হতো।
- মণিপুরীদের পূর্বপুরুষের নাম- পাখাংবা।
- মণিপুরীরা ৩টি গোত্রে বিভক্ত- মৈ তৈ মণিপুরী, পাঙন মণিপুরী ও বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী।

[*] ভাষাগত এবং ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে বাংলাদেশের মণিপুরীরা তিনটি শাখায় বিভক্ত এবং স্থানীয়ভাবে তারা বিষ্ণুপ্রিয়া, মৈতৈ ও পাঙন নামে পরিচিত। মণিপুরীদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের অনুসারী সম্প্রদায়টি 'পাঙন' বা 'মণিপুরী মুসলিম' হিসেবে পরিচিত।

CamScanner

মাতৃতান্ত্রিক দুই নৃগোষ্ঠী

গারো

গারো দম্পত্তি

- মা পরিবারের প্রধান ও সম্পত্তির অধিকারী।
- তাদের সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তির অধিকারী মেয়েরা।
- **নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে থাকে-** 'আচিকমান্দি' নামে। 'আচিক' শব্দের অর্থ পাহাড় ও 'মান্দি' শব্দের অর্থ মানুষ; অর্থাৎ 'পাহাড়ি মানুষ' হিসেবে।

খাসিয়া

খাসিয়া দম্পত্তি

- **অন্যনাম-** খাসি।
- **খাসিয়া গ্রামগুলো পরিচিত-** পুঞ্জি নামে।
- **পুঞ্জি প্রধানকে বলা হয়-** সিয়েম।
- তাদের সমাজব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিক কনিষ্ঠ কন্যা। কিন্তু অন্য বোনরাও ভাগ পায়।

আরো জানতে হবে

- **বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম নৃগোষ্ঠী-** পাঙন (মৌলভীবাজার)।
- **উপজাতিদের ভাষার সংখ্যা-** ৩২ টি।
- **মগ গোষ্ঠীদের আদিনিবাস-** আরাকান (মিয়ানমারে)।
- **পুত্র পিতার পরিচয়ে এবং কন্যা মাতার পরিচয়ে পরিচিত হয়-** ত্রিপুরা সমাজে।
- **মগ নামের জনগোষ্ঠী বর্তমানে পরিচিত-** মারমা নামে।
- **বাংলাদেশে বসবাস নেই-** মাওরি (এরা নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী)।
- **রাখাইনরা বাংলাদেশে এসেছে-** মিয়ানমার থেকে।
- **'কুকি' নৃগোষ্ঠী বাস করে-** বান্দরবানে।
- **'খ্যাং' নৃগোষ্ঠীর আবাসস্থল-** রাঙামাটি (কাপ্তাই ও রাজস্থলী)
- **মুরংদের দেবতার নাম-** ওরেং; **এদের উৎসবের নাম-** মুৎসলোং।
- **পুরুষের চেয়ে বেশী বয়স্ক মেয়ে বিয়ে করে-** তঞ্চঙ্গা নৃগোষ্ঠী।
- **প্রধান পেশা কৃষি-** চাকমা, মারমা ও মুরং সম্প্রদায়ের।
- **জুম চাষ হলো-** পাহাড়ের ঢালু জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে (রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি) জুম চাষ হয়।
- **জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতির নাম-** সল্ট।
- **বাংলাদেশের প্রথম চাকমা তথা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মেজর জেনারেল-** অনুপ কুমার চাকমা।
- **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বলে-** বৈসাবি।
- **'কঠিন চীবর দান' হলো-** বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব। রাঙামাটির রাজবন বিহারকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে উৎসবটি পালিত হয়।
- **ওঁরাওদের গ্রামপ্রধানকে বলে-** মাহাতো।
- **ত্রিপুরা সমাজে তারা দলবদ্ধভাবে বাস করে, তাদের দলকে বলা হয়-** দফা।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের উৎসব, ভাষা, ধর্ম ও দেবতা

উৎসব

- **চাকমা-** বিজু (বর্ষবরণ) ফাল্গুনী পূর্ণিমা (ধর্মীয়)
- **ত্রিপুরা-** বৈসু (বর্ষবরণ)
- **মারমা-** সাংগ্রাই (বর্ষবরণ)
- **গারো-** ওয়াংগালা
- **সাঁওতাল-** সোহরাই
- **ওঁরাও-** ফাগুয়া
- **রাখাইন-** সান্দ্রে, জলকেলি
- **মুরং-** ছিয়াছত, মুৎসলেং
- **মাহাতো-** সহব্রায়
- **মণিপুরী-** মহারাম লীলা

বৈসাবি

বাংলাদেশে ৩ **আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বর্ষবরণ** উৎসব 'বৈসাবি'। বর্ষবরণ উৎসবকে ত্রিপুরারা **'বৈসু'**, মারমারা **'সাংগ্রাই'** ও চাকমারা **'বিজু'** বলে অভিহিত করে। বৈসু, সাংগ্রাই, বিজু এই তিন নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে বৈসাবি নামের উৎপত্তি। **চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এই উৎসবের আয়োজন করে।** সাধারণত **বছরের শেষ দুইদিন এবং নতুন বছরের প্রথম দিন** বর্ষবরণ উৎসব 'বৈসাবি' পালিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের **বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায়।**

নদীতে ফুল ভাসিয়ে 'বৈসাবি' উৎসব উদ্‌যাপন

ভাষা

- **ত্রিপুরা-** ককবরক
- **সাঁওতাল-** সাঁওতালী
- **ওঁরাও-** কুরুখ / শাদ্‌রি
- **গারো-** মান্দি, আচিক খুসিক, অবেং
- **খাসিয়া-** মন খেমে
- **মগ (মারমা+রাখাইন)-** পালি
- **মুরং-** রেংমিচটা

ধর্ম

- **বৌদ্ধ-** চাকমা, মারমা, খুমি, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন, মুরং
- **হিন্দু-** ত্রিপুরা, হাজং, পাংখোয়া, সাঁওতাল
- **খ্রিস্টান-** লুসাই, খাসিয়া, গারো, সাঁওতাল
- **বৈষ্ণব-** ডালু, মণিপুরী
- **ইসলাম-** পাঙন
- **প্রকৃতি পূজারি-** মুণ্ডা, ওরাঁও, রাজবংশী

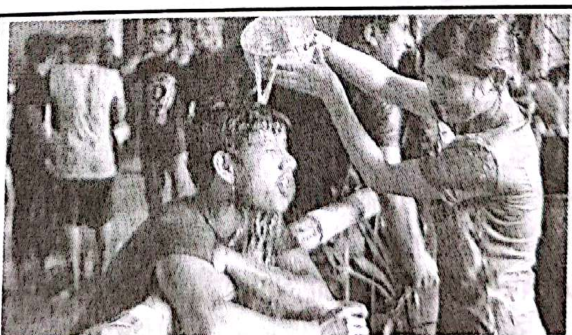

মারমা ও রাখাইন সম্প্রদায়ের 'সাংগ্রাই' উৎসবের অন্যতম আয়োজন 'জলকেলি'।

দেবতা

- **খাসিয়া-** উব্লাই নাংথউ
- **ওরাঁও-** ধরমী বা ধরমেশ
- **গারো-** তাতারা রাবুকা, সালজং
- **সাঁওতাল-** চান্দোবোংগা

CamScanner

এই অধ্যায়ের সাথে জড়িত বিগত বছরের প্রশ্ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলাদেশের কোন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মুসলমান? [DU খ' ২৪-২৫]
ক. পাঙন খ. পাংখুয়া গ. বম ঘ. খুমি

০২. বাংলাদেশে হাজং নৃগোষ্ঠীর বাস— [DU খ' ২২-২৩]
ক. নেত্রকোণা খ. রংপুরে গ. সিলেটে ঘ. বান্দরবানে

০৩. জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশে নারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার —। [DU খ' ২২-২৩]
ক. ৪৯.৮৪% খ. ৪৯.৫১% গ. ৫০.৪৩% ঘ. ৫১.০২%

০৪. বাংলাদেশের খুমি নৃগোষ্ঠীর নিবাস কোন জেলায়? [DU ঘ' ২১-২২]
ক. বান্দরবান খ. খাগড়াছড়ি গ. রাঙামাটি ঘ. চট্টগ্রাম

০৫. রংপুরে যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাস– [DU খ' ২০-২১]
ক. রাজবংশী খ. মাহাতো গ. বম ঘ. মুন্ডা

০৬. বাংলাদেশের যে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সিলেটে বাস করে না- [DU খ' ১৯-২০]
ক. খাসিয়া খ. পাত্র গ. মণিপুরি ঘ. তঞ্চঙ্গ্যা

০৭. বাংলাদেশের কোন নৃগোষ্ঠী সমতলে বসবাস করে? [DU ঘ' ১৮-১৯]
ক. চাকমা খ. মারমা গ. সাঁওতাল ঘ. ত্রিপুরা

০৮. মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থার উদাহরণ– [DU খ' ১৮-১৯]
ক. গারো ও খাসিয়া খ. গারো ও রাখাইন গ. খাসিয়া ও মণিপুরি ঘ. চাকমা ও খাসিয়া

০৯. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিজু উৎসবটি কখন পালিত হয়? [DU খ' ১৬-১৭]
ক. বৌদ্ধ পূর্ণিমাতে খ. পহেলা ফাল্গুনে গ. পহেলা বৈশাখে ঘ. ফসল কাটার সময়

১০. ওয়াঙ্গালা উৎসব উদযাপন করে? [DU খ' ১৭-১৮]
ক. চাকমা খ. মণিপুরিরা গ. গারোরা ঘ. রাখাইনরা

১১. বাংলাদেশে কোন উপজাতির লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি? [DU ঘ' ১১-১২]
ক. সাঁওতাল খ. চাকমা গ. মারমা ঘ. রাখাইন

১২. বাংলাদেশে বাস নেই এমন উপজাতির নাম- [DU খ' ০৩-০৪, ০২-০৩]
ক. সাঁওতাল খ. মাউরি গ. মুরং ঘ. গারো

১৩. বাংলাদেশের স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয়- [DU খ' ১০-১১]
ক. গারো খ. মণিপুরী গ. রোহিঙ্গা ঘ. সাঁওতাল

১৪. চাকমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান কোনটি? [DU ঘ' ১৪-১৫/ DU খ' ১৫-১৬]
ক. বিঝু খ. ওয়াংগালা গ. সান্দ্রে ঘ. সাংগ্রাই

১৫. গারোদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের নাম কী? [DU ঘ' ১৩-১৪]
ক. বিঝু খ. ওয়াংগালা গ. সান্দ্রে ঘ. সাংগ্রাই

১৬. বাংলাদেশের কোন উপজাতিটি মাতৃতান্ত্রিক? [DU ঘ' ০০-০১; খ' ৯৯-০০; DU ঘ' ১৩-১৪]
ক. গারো খ. চাকমা গ. সাঁওতাল ঘ. হাজং

১৭. কোন আদিবাসী সম্প্রদায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাইরে বসবাস করে? [DU খ' ০৭-০৮]
ক. চাকমা খ. হাজং গ. ত্রিপুরা ঘ. মারমা

১৮. বাংলাদেশের ত্রিপুরা আদিবাসী গোষ্ঠী কোন ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী? [DU খ' ১২-১৩]
ক. বৈষ্ণব ধর্ম খ. হিন্দু ধর্ম গ. বৌদ্ধ ধর্ম ঘ. খ্রিস্ট ধর্ম

উত্তরমালা

১. ক	২. ক	৩. গ	৪. ক	৫. ক	৬. ঘ	৭. গ	৮. ক	৯. গ
১০. গ	১১. খ	১২. খ	১৩. গ	১৪. ক	১৫. খ	১৬. ক	১৭. খ	১৮. খ

CamScanner

বি সি এস

১৯. মারমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম কী? (46 BCS)
ক. বিজু খ. রাশ গ. সাংগ্রাই ঘ. বাইশু

২০. মাতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন কোন জাতিসত্তায় রয়েছে? (46 BCS)
ক. গারো খ. সাঁওতাল গ. মণিপুরি ঘ. চাকমা

২১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী 'মণিপুরী' বাংলাদেশের কোন জেলায় বেশি বসবাস করে? (45 BCS)
ক. সিলেট খ. মৌলভীবাজার গ. হবিগঞ্জ ঘ. সুনামগঞ্জ

২২. বাংলাদেশের ষষ্ঠ জাতীয় জনশুমারি ও গৃহ গণনা কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়? (45 BCS)
ক. ১০ জুন থেকে ১৬ জুন, ২০২২ খ. ১৫ জুন থেকে ২১ জুন, ২০২২
গ. ১৫ জুলাই থেকে ২১ জুলাই, ২০২২ ঘ. ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই, ২০২২

২৩. বাংলাদেশে কোন সালে বয়স্ক ভাতা চালু হয়? (43 BCS)
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৬ গ. ১৯৯৭ ঘ. ১৯৯৮

২৪. নিম্নোক্ত কোন সালে কৃষিশুমারী অনুষ্ঠিত হয়নি? (43 BCS)
ক. ১৯৭৭ খ. ২০০৮ গ. ২০১৫ ঘ. ২০১৯

২৫. ওরাওঁ জনগোষ্ঠী কোন অঞ্চলে বসবাস করে? (43 BCS)
ক. রাজশাহী-দিনাজপুর খ. বরগুনা-পটুয়াখালী
গ. রাঙামাটি-বান্দরবান ঘ. সিলেট-হবিগঞ্জ

২৬. কোন উপজাতিটির আবাসস্থল 'বিরিশি' নেত্রেকোনায়? (41 CS)
ক. সাঁওতাল খ. গারো গ. খাসিয়া ঘ. মুরং

২৭. বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয় কবে? [44, 40, 38, 36 BCS]
ক. ১৯৭২ সাল খ. ১৯৭৩ সাল গ. ১৯৭৪ সাল ঘ. ১৯৭৭ সাল

২৮. বাংলাদেশে কখন থেকে বয়স্কভাতা চালু হয়? [36 BCS]
ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৯৯ সালে গ. ২০০০ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে

২৯. বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন উপজাতিরা মুসলমান? [36 BCS/রাবি-দর্শন, ০৭-০৮, জবি খ' ১৩-১৪]
ক. রাখাইন খ. মারমা গ. পাঙন ঘ. খিয়াং

৩০. হাজংদের অধিবাস কোথায়? [28 BCS, 37 BCS /ঢবি ঘ' ১৪-১৫/ইবি 'B' ১৫-১৬]
ক. ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা খ. কক্সবাজার ও রামু
গ. রংপুর ও দিনাজপুর ঘ. সিলেট ও মণিপুর

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা

৩১. বাংলাদেশের জনসংখ্যার কত শতাংশ (%) দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে? [MC 05-06]
ক. ২৫.৬% খ. ৫০% গ. ৩০% ঘ. ৬০%

৩২. বাংলাদেশে নিম্নের কোন উপজাতি বসবাস করে? [MC' ১২-১৩]
ক. পিগমী খ. কুর্দী গ. জুলু ঘ. মারমা

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষা

৩৩. বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সামাজিক সমস্যা কোনটি? [সমাজসেবা অধিদপ্তরে ইনস্ট্রাক্টর-০৫]
ক. খাদ্য সমস্যা খ. নিরক্ষরতা সমস্যা গ. মাদকাসক্তি সমস্যা ঘ. জনসংখ্যা সমস্যা

৩৪. খাগড়াছড়ির আদিবাসী রাজা কোন নামে পরিচিত? [জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইতিহাস ০৯-১০]
ক. বোমাং রাজা খ. মগ রাজা গ. চাকমা রাজা ঘ. মারমা রাজা

উত্তরমালা

১৯. গ	২০. ক	২১. ক	২২. খ	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. খ
২৭. গ	২৮. ক	২৯. গ	৩০. ক	৩১. ক	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. ক

CamScanner

৩৫. 'রাজবংশী' উপজাতিরা কোথায় বাস করে? [রাবি-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ০৫-০৬]
ক. জয়পুরহাট খ. রংপুর গ. মধুপুর ঘ. শেরপুর

৩৬. 'রাখাইন' উপজাতিরা বাংলাদেশের কোন জেলায় বাস করে? [রাবি-লাইব্রেরী সাইন্স, ০৮-০৯]
ক. রংপুর খ. পটুয়াখালী গ. বান্দরবান ঘ. রাঙামাটি

৩৭. বাংলাদেশের সাঁওতালরা প্রধানত বাস করে- [শাবি-০৭-০৮]
ক. সিলেট ও চট্টগ্রামে খ. ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে
গ. রাঙামাটি ও বান্দরবানে ঘ. রাজশাহী ও দিনাজপুরে

৩৮. টিপরা উপজাতীয়রা বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে বাস করে? [চবি খ, ০৮-০৯]
ক. খাগড়াছড়ি খ. সিলেট গ. কুমিল্লা ঘ. ময়মনসিংহ

৩৯. 'ভাওয়ালি' কারা? [জাহাবি-বাংলা, ০৯-১০]
ক. ভাওয়াল অঞ্চলের বাসিন্দা খ. বাউল সম্প্রদায়
গ. সুন্দরবনের গোলপাতা সংগ্রহকারী ঘ. চট্টগ্রামের বলী খেলোয়াড়

৪০. বাংলাদেশে বসবাস করে না- [কুবি ঘ, ০৮-০৯]
ক. রাখাইন খ. মনিপুরি গ. খাসিয়া ঘ. নাগা

৪১. চাকমা উপজাতিরা প্রধানত কোন ধর্মাবলম্বী- [সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজ কল্যাণ সংগঠক, ০৫]
ক. হিন্দু খ. প্রকৃতি পূজারী গ. বৌদ্ধ ধর্ম ঘ. খ্রিস্টান

৪২. কোনটি জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক? [জাহাবি-নৃবিজ্ঞান, ০৯-১০]
ক. ত্রিপুরা খ. মণিপুরি গ. সাঁওতাল ঘ. চাকমা

৪৩. 'ফাল্গুনী পূর্ণিমা' কাদের ধর্মীয় উৎসব? [রাবি-গ্রন্থগার ও তথ্য বিজ্ঞান, ০৭-০৮]
ক. চাকমাদের খ. হিন্দুদের গ. খ্রিস্টানদের ঘ. বৌদ্ধদের

৪৪. 'গারো উপজাতি' নিচের কোন জেলায় বাস করে? [জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ৯৩]
ক. টাঙ্গাইলে খ. ময়মনসিংহে গ. সিলেট ঘ. রাজশাহীতে

৪৫. খিয়াং সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করে- [জবি ঘ-ইউনিট ০৭-০৮]
ক. সিলেট খ. দিনাজপুর গ. কুয়াকাটা ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম

৪৬. কোন জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক? [জাবি, নৃবিজ্ঞান, ০৯-১০]
ক. ত্রিপুরা খ. মণিপুরি গ. সাঁওতাল ঘ. চাকমা

৪৭. উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাষা- [রাবি, নৃবিজ্ঞান ০৭-০৮]
ক. হিন্দি খ. মৈথিল্য গ. সাদ্রি ঘ. কুরুক

৪৮. উপজাতি সংস্কৃতি কেন্দ্র 'বিরিশিরি' কোথায় অবস্থিত? [রাবি-গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, ০৭-০৮]
ক. বান্দরবান খ. নেত্রকোনা গ. যশোর ঘ. রংপুর

৪৯. 'রাজবংশী' নামক আদিবাসীদের অবস্থান বাংলাদেশের কোন জেলায়? [সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা-০৭]
ক. রাজশাহী খ. রংপুর গ. বান্দরবান ঘ. সিলেট

৫০. বীর মুক্তিযোদ্ধা কাঁকন বিবি কোন সম্প্রদায়ের? [অগ্রণী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার-১৫]
ক. খাসিয়া খ. রাখাইন গ. সাঁওতাল ঘ. গারো

উত্তরমালা

৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. ঘ	৩৮. ক	৩৯. গ	৪০. ঘ	৪১. গ	৪২. ঘ
৪৩. ক	৪৪. খ	৪৫. ঘ	৪৬. ঘ	৪৭. ঘ	৪৮. খ	৪৯. খ	৫০. ক